প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪৭

আট আনা

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ বসু
বি, এন, পাবলিশিং হাউস,
৩২ নং ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

রসিক লেখক

শ্রীমান্ শিবরাম চক্রবর্ত্তী

স্নেহাস্পদেষু

একটু তফাতে বনের সামনে গাছ তলায় বসে আছে আবার এক মূর্ত্তি। কিন্তু

[illegible] নয়, কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল।

অমৃত-দ্বীপ

গোড়াপত্তন

গোড়ায় একটুখানি গৌরচন্দ্রিকার দরকার। যদিও "অমৃত-দ্বীপ" নতুন উপন্যাস, তবু এর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত "ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন" নামে উপন্যাস থেকে। বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মাণিক ও ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু কয়েকটি রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তদ্বিরে নিযুক্ত হয়ে 'তাও' ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক প্রাচীন চীনা সাধক লাউ-ৎজুর 'জেড'-পাথরে গড়া একটি ছোট প্রতিমূর্ত্তি এবং অমৃত-দ্বীপে যাবার একখানি ম্যাপ হস্তগত করে। খৃষ্ট জন্মাবার ছয়শত চার বৎসর আগে চীনদেশে লাউ-ৎজুর আবির্ভাব হয়।

চীনদেশের প্রাচীন পুঁথি-পত্রে প্রকাশ, 'তাও' সাধুদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে একটি দ্বীপ আছে, তার নাম "অমৃত-দ্বীপ।" সেখানে 'সিয়েন্' অর্থাৎ অমররা বাস করে। সেখানে অমর-লতা জন্মায়, তার অমৃত-ফল ভক্ষণ করলে মানুষও অমর হয়। যারা 'তাও'-ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, অমৃত-দ্বীপে যাওয়া। আর, সেখানে গেলে লাউ-ৎজুর মন্ত্রপূত প্রতিমূর্ত্তি সঙ্গে থাকা চাই।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের মতন 'তাও'-ধর্ম্মও পরের যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার মধ্যে ক্রমেই ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক্ আর হরেক রকম ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। 'তাও' সাধকরা বলে, তাদের সিদ্ধপুরুষরা কেবল অমরই হয় না, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ।

আধুনিক যুগে এ-সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বটে, কিন্তু চীনাদের পবিত্র পাহাড় 'থাইসানে'র তলদেশে অবস্থিত 'থাইআনফু' মন্দিরে গিয়ে এক সমাধিমগ্ন 'তাও' সিদ্ধপুরুষকে দেখে রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্ নামে এক জার্ম্মান সাহেব সবিস্ময়ে লিখেছেন, "এই সমাধিস্থ 'তাও'-সাধক মৌনব্রতী। তিনি কত কাল খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করেন নি। বাইরের কোন-কিছুই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে না। তাঁর দেহ শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, দেখতেও তাঁকে মড়ার মত, কিন্তু তাঁর দেহ সম্পূর্ণ তাজা, একটুও প'চে যায় নি।" (The Soul of China নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

"অমৃত-দ্বীপে"র পাঠকদের পক্ষে এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট। যাঁদের আরো কিছু জানবার আগ্রহ আছে তাঁরা "ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন" প'ড়ে দেখবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শত্রুর উপরে শত্রু

জাহাজ ভেসেছে নীল জলে। এ জাহাজ একেবারেই তাদের নিজস্ব।

অমৃত-দ্বীপে যাবার সমস্ত জলপথটাই তাদের ম্যাপে আঁকা ছিল। সেই ম্যাপ দেখেই বোঝা যায়, কোন বাণিজ্য-তরী বা যাত্রী-জাহাজই ও-দ্বীপে গিয়ে লাগে না, 'চার্টে' ও-দ্বীপের কোন উল্লেখই নেই।

কাজেই বিমল ও কুমারের প্রস্তাবে একখানা গোটা জাহাজই 'চার্টার' বা ভাড়া করা হয়েছে। এটাও তাদের পক্ষে নতুন নয়। কারণ এই রকম একখানা গোটা জাহাজ ভাড়া ক'রেই তারা আর একবার "লষ্ট্ আট্‌লান্টিস্"-কে পুনরাবিষ্কার করেছিল।*

জয়ন্ত, মাণিক ও সুন্দরবাবুর এ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল না। বিমল ও কুমার একরকম জোর ক'রেই তাদের সঙ্গে টেনে এনেছে।

কাজে-কাজেই তাদের পুরাতন ভৃত্য ও দস্তুরমত অভিভাবক রামহরিও যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ ক'রেও অন্যান্য বারের মত এবারেও শেষ-পর্য্যন্ত সঙ্গ নিতে ছাড়ে নি।

এবং এমন ক্ষেত্রে তাদের চির-অনুগত চতুষ্পদ যোদ্ধা বাঘাও যে সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে আসতে ছাড়বে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

---

* "নীলসায়রের অচিন্ পুরে" নামক উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

তাদের পুরাতন দলের মধ্যে কেবল বিনয়বাবু আর কমলকে এবারে সঙ্গীরূপে পাওয়া গেল না। বিনয়বাবু এখন ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কুইনিন ও আদার কুচির সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত এবং কমল দেবে এবার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা।

জাহাজখানির নাম "লিট্‌ল্ ম্যাজেষ্টিক"। আকারে ছোট হ'লেও যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এর মধ্যে চমৎকার সাজানো-গুছানো 'লাউঞ্জ', 'ডাইনিং সেলুন', 'প্রমেনেড ডেক' ও 'পাম-কোর্ট' প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। এ-রকম জাহাজ 'চার্টার' করা বহুব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু বিমল ও কুমার যে অত্যন্ত ধনবান এ-কথা সকলেই জানেন। তার উপরে জয়ন্তও বিনা পয়সার অতিথি হ'তে রাজি হয় নি এবং সেও রীতিমত ধনী ব্যক্তি।

জাহাজ তখন টুংহাই বা পূর্ব্বসাগর প্রায় পার হয়ে রিউ-কিউ দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

উপরে, নীচে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কেবল অনন্ত নীলিমা—কাছে চঞ্চল, দূরে প্রশান্ত।

এই নীলিমার জগতে এখন নূতন বর্ণ সৃষ্টি করছে নিম্নে সুধু শুভ্র ফেনার মালা এবং শূন্যে শুভ্র সাগর-বিহঙ্গের দল। প্রকৃতির রঙের ডালায় এখন আর কোন রং নেই।

প্রাকৃতিক সঙ্গীতেও এখানে নব নব রাগিণীর ঝঙ্কার নেই। না আছে উচ্ছ্বসিত শ্যামলতার মর্ম্মর, না আছে গীতকারী পাখীদের সুরের খেলা, বইছে কেবল হু-হু শব্দে দুরন্ত বাতাস এবং জাগছে কেবল আদিম সাগরের উচ্ছল কল্-কল্ মন্ত্র—এ-দুই ধ্বনিরই সৃষ্টি পৃথিবীর

প্রথম যুগে, যখন সবুজ গাছ আর গানের পাখীর জন্মই হয় নি।

খোলা 'প্রমেনেড ডেকে'র উপরে পায়চারি করতে করতে মাণিক বললে, "আমাদের সমুদ্র-যাত্রা শেষ হ'তে আরো কত দেরি বিমলবাবু ?"

বিমল বললে, "আর বেশী দেরি নেই। চার ভাগ পথের তিন ভাগই আমরা পার হয়ে এসেছি। ম্যাপখানা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আরো কিছু দূর এগুলেই বোর্নিন্ দ্বীপপুঞ্জের কাছে গিয়ে পড়ব। তাদের বাঁয়ে রেখে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে প্রায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে। তারপরই অমৃত-দ্বীপ।"

মাণিক বললে, "দ্বীপটি নিশ্চয়ই বড় নয়। কারণ তাহ'লে নাবিকদের 'চার্টে' তার উল্লেখ থাকত। এখানকার সমুদ্রে এমন অজানা ছোট ছোট দ্বীপ দেখছি তো অসংখ্য। অমৃত-দ্বীপকে আপনি চিনবেন কেমন ক'রে ?"

—"ম্যাপে অমৃত-দ্বীপের ছোট্ট একটা নক্সা আছে, আপনি কি ভালো ক'রে দেখেন নি ? সে দ্বীপের প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তার চারিপাশই পাহাড় দিয়ে ঘেরা—পাহাড় কোথাও কোথাও দেড়-তুই হাজার ফুট উঁচু। তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, দ্বীপের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের উপরে আছে ঠিক পাশাপাশি পাঁচটি শিখর। সব-চেয়ে উঁচু শিখরের উচ্চতা তুই হাজার তিন শো ফুট। এ-রকম দ্বীপ দূর থেকে দেখলেও চেনা শক্ত হবে না।"—ব'লেই ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সমুদ্রের পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আচ্ছা বিমলবাবু, আমরা যাচ্ছি তো পূর্ব্বদিকে। অথচ আজ ক'দিন ধ'রেই আমি লক্ষ্য করছি, আপনি যখন-তখন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন! এর মানে কি?"

জয়ন্ত এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললে, "এর মানে আমি আপনাকে বলতে পারি। বিমলবাবু দেখছেন আমাদের পিছনে কোন শত্রু-জাহাজ আসছে কি না!"

—"এখানে আবার শত্রু আসবে কে?"

—"কেন, কলকাতাকে যারা ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছিল, আপনি এরি মধ্যে তাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি?"

—"কী যে বল তার ঠিক নেই! সে দল তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।"

—"কেমন ক'রে জানলেন?"

—"পালের গোদা কুপোকাৎ হ'লে দল কি আর থাকে?"

দূরবীণ নামিয়ে বিমল বললে, "আমার বিশ্বাস অন্য রকম। সে দলের প্রত্যেক লোকই মরিয়া, তারা সকলেই অমৃত-দ্বীপে যাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ও-দ্বীপের ঠিকানা তারা জানে না, কারণ ম্যাপখানা আছে আমাদের হাতে। আমরা যে তাদের দেশের কাছ দিয়ে অমৃত-দ্বীপে যাত্রা করেছি, নিশ্চয়ই এ-সন্ধান তারা রাখে। যারা লাউ-ৎজুর মূর্ত্তি আর ঐ ম্যাপের লোভে সুদূর চীন থেকে বাংলাদেশে হানা দিতে পেরেছিল তারা যে আর একবার শেষ-চেষ্টা ক'রে দেখবে না, এ-কথা আমার মনে হয় না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, শেষ-চেষ্টা মানে? আপনি কি বলতে চান, তাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জলযুদ্ধ হবে?"

—"আশ্চর্য্য নয়।"

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে ও উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য্য নয় মানে? জলযুদ্ধ অম্‌নি হ'লেই হ'ল? আমাদের সেপাই কোথায়? কামান কোথায়? আমরা ঘুসি ছুঁড়ে লড়াই করব নাকি?"

কুমার হেসে বললে, "কামান নেই বা রইল, আমাদের সকলেরই হাতে আছে অটোমেটিক বন্দুক। আর আমাদের সেপাই হচ্ছি আমরাই।"

সুন্দরবাবু অধিকতর উত্তেজিত হয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিকট স্বরে "হুম্" শব্দ ক'রে মস্ত এক লাফ মেরে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে পড়লেন।

মাণিক বললে, "কি হ'ল সুন্দরবাবু, কি হ'ল? আপনার ভুঁড়িটা কি ফট্ ক'রে ফেটে গেল?"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "যাও, যাও! দেখতে যেন পাও নি, আবার ন্যাকামি করা হচ্ছে! কুমারবাবু, আপনার ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে এবার থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন। আমাকে দেখলেই ও-বেটা কোত্থেকে ছুটে এসে ফোঁশ্ ক'রে আমার পায়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলে কি শোঁকে, বলতে পারেন মশাই?"

মাণিক বললে, "আপনার পাদপদ্মের গন্ধ বাঘার বোধ হয় ভালো লাগে।"

—"ইয়ার্কি কোরো না মাণিক, তোমার ইয়ার্কি বাঘার ব্যবহারের

চেয়েও অভদ্র। ঐ·নেড়ে-কুত্তোটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, চল্‌লুম আমি এখান থেকে।"

সুন্দরবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হ'লেন, বাঘা বিলক্ষণ অপ্রতিভভাবে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। এ লোকটি যে তাকে দু-চোখে দেখতে পারে না, এটা সে খুবই বোঝে। তাই বাঘার কৌতূহল হয়, সুন্দরবাবুকে কাছে পেলেই সে তাঁর পা শুঁকে দেখে। মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করবার এর চেয়ে ভদ্র উপায় পৃথিবীর কোন কুকুরই জানে না।

* * * *

পরদিন প্রভাতে 'ব্রেক্‌ফাষ্টে'র পর বিমল ও কুমার জাহাজের ডেকে উঠে গেল। জয়ন্ত লেব্‌লাঁকের লেখা একখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নিয়ে 'লাউঞ্জে' গিয়ে আরাম ক'রে বসল, মাণিকও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, "জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত দেখছি, বিমলবাবু আর কুমারবাবু অদৃশ্য শত্রুর কাল্পনিক ছায়া দেখবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, আর তোমরা গাঁজাখুরি ডিটেক্‌টিভের গল্প নিয়েই বিভোর। কারুর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবার ফাঁক নেই!"

জয়ন্ত জবাব দিলে না। মাণিক বললে, "আচ্ছা, এই রইল আমার বই! এখন প্রকাশ করুন আপনার প্রাণের কথা।"

সুন্দরবাবু নিম্নস্বরে বললেন, "কথাটা কি জানো? এই অমৃত-দ্বীপ, অমর-লতা, জলে-স্থলে-শূন্যে চিরজীবী মানুষের অবাধ গতি, এ-সব কি তুমি বিশ্বাস কর ভায়া?"

—"আমার কথা ছেড়ে দিন। আগে বলুন, আপনার কি মত ?"

—"হুম্, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! বিমল আর কুমার বাবুর মাথায় তোমাদেরও চেয়ে বোধ হয় বেশী ছিট্ আছে!"—ব'লেই সুন্দরবাবু ফোঁশ্ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—"হঠাৎ অমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন ?"

—"কি জানো ভায়া, প্রথমটা আমার কিঞ্চিৎ লোভ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সবই ভুয়ো! যা নয় তাই!"

—"কিসের লোভ সুন্দরবাবু ?"

—"ঐ অমর-লতার লোভ আর কি! ভেবেছিলুম দু-একটা অমৃত-ফল খেয়ে যমকে কলা দেখাব। কিন্তু এখন যতই ভেবে দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমরা ছুটেছি মরীচিকার পিছনে, কেবল কাদা ঘেঁটেই ফিরে আসতে হবে।"

—"তাহ'লে আপনি কেবল অমর হবার লোভেই বিমলবাবুদের অতিথি হয়েছেন ?"

—"না বলি আর কেমন ক'রে ? অমর হ'তে কে না চায় ?"

—"অমর হওয়ার বিপদ কত জানেন ?"

—"বিপদ ?"

—"হ্যাঁ। দু-একটার কথা বলি শুনুন। ধরুন, আপনি অমর হয়েছেন। তার পর কুমারবাবুর কুকুর বাঘা হঠাৎ পাগ্‌লা হয়ে গিয়ে আপনাকে কামড়ে দিলে। তখন কি হবে ?"

—"হুম্, কী আবার হবে ? আমি হাইড্রোফোবিয়া রোগের চিকিৎসা করাব।"

—"চিকিৎসায় রোগ যদি না সারে, তাহ'লে? আপনি অমর, সুতরাং মরবেন না। কিন্তু সারাজীবন—অর্থাৎ অনন্তকাল আপনাকে ঐ বিষম রোগের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।—অর্থাৎ সারা-জীবন চেঁচিয়ে মরতে হবে পাগ্‌লা কুকুরের মতন ঘেউ-ঘেউ ক'রে!"

—"তাই তো হে, এ-সব কথা তো আমি ভেবে দেখি নি!"

—"তার পর শুনুন। আপনি অমর হ'লেও আপনার দেহ বোধ করি অস্ত্রে অকাট্য হবে না। কেউ যদি খাঁড়া দিয়ে আপনার গলায় এক কোপ্ বসিয়ে দেয়, তাহ'লে কি মুস্কিল হ'তে পারে ভেবে দেখেছেন কি? আপনি অমর। অতএব হয় আপনার মুণ্ড, নয় আপনার দেহ, নয়তো ও-দুটোই চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেই কন্ধকাটা দেহ আর দেহহীন মুণ্ড নিয়ে আপনি অমরতার কি সুখ ভোগ করবেন?"

—"মাণিক, তুমি কি ঠাট্টা করছ?"

—"মোটেই নয়। অমর হওয়ার আরো সব বিপদের কথা শুনতে চান?"

—"না, শুনতে চাই না। তুমি বড্ড মন খারাপ ক'রে দাও। অমৃত-ফল পেলেও আমি আর খেতে পারব কিনা সন্দেহ।"

জয়ন্ত এতক্ষণ কেতাবের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। এখন কেতাব সরিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, অমৃত-দ্বীপের কথা হয়তো রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকের শুক্‌নো বৈজ্ঞানিক জগতে সরস রূপকথার বড়ই অভাব হয়েছে। সেই অভাব-পূরণের কৌতূহলেই আমরা বেরিয়েছি অমৃত-দ্বীপের সন্ধানে। সুতরাং অমর-লতা না

পেলেও আমরা দুঃখিত হব না। অন্তত যে ক'দিন পারি রূপকথার রঙিন কল্পনায় মনকে স্নিগ্ধ ক'রে তোলবার অবকাশ তো পাব। আর ওরই মধ্যে থাকবে যেটুকু অ্যাড্‌ভেঞ্চার, সেটুকুকে মস্ত লাভ ব'লেই মনে করব!"

এমন সময়ে একজন নাবিক এসে খবর দিলে, বিমল সবাইকে এখনি ডেকের উপরে যেতে বলেছে।

সকলে উপরে গিয়ে দেখলে, ডেকের রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখে দূরবীণ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "বিমলবাবু কি আমাদের ডেকেছেন?"

বিমল ফিরে বললে, "হ্যাঁ জয়ন্তবাবু! পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

পশ্চিম দিকে চেয়েই জয়ন্ত দেখতে পেলে, একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে এগিয়ে আসছে।

বিমল বললে, "আমি খুব ভোরবেলা থেকেই ও-জাহাজখানাকে লক্ষ্য করছি। প্রথমটা ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয় নি। কিন্তু তার পরে বেশ বুঝলুম, ও আসছে আমাদেরই পিছনে। জানেন তো, এখানকার সমুদ্রে চীনে-বোম্বেটেদের কি-রকম উৎপাত! খুব সম্ভব, আমাদের শত্রুরা কোন বোম্বেটে-জাহাজের আশ্রয় নিয়েছে। দূরবীণ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও-জাহাজখানায় লোক আছে অনেক—আর অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। আমাদের কাপ্তেন-সায়েবের সঙ্গে আমি আর কুমার পরামর্শ করেছি। কাপ্তেন বললেন, জলে ওরা আক্রমণ করলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে না।"

—"তাহ'লে উপায় ?"

—"দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

দক্ষিণ দিকে মাইল-ছুয়েক তফাতে রয়েছে ছোট্ট একটি তরুশ্যামল দ্বীপ।

—"আমরা আপাততঃ ঐ দ্বীপের দিকেই যাচ্ছি! আশা করি শত্রুদের জাহাজ আক্রমণ করবার আগেই আমরা ঐ দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব। তার পর পায়ের তলায় থাকে যদি মাটি, আর একটা যুৎসই স্থান যদি নির্ব্বাচন করতে পারি, তাহ'লে এক হাজার শত্রুকেও আমি ভয় করি না। আপনার কি মত ?"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, এ অভিযানের নায়ক হচ্ছেন আপনি। আমরা আপনার সহচর মাত্র। আপনার মতেই আমাদের মত।"

সুন্দরবাবু নীরস স্বরে বললেন, "তাহ'লে সত্যি-সত্যিই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে ?"

কুমার বললে, "তা ছাড়া আর উপায় কি ? বিনা যুদ্ধে ওরা আমাদের মুক্তি দেবে ব'লে বোধ হয় না। তবে আশার কথা এই যে, আমরা ওদের আগেই ডাঙায় গিয়ে নামতে পারব।"

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, "এর মধ্যে আশা করবার মত কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঐ চীনে বোম্বেটে-বেটারাও তো দলে দলে ডাঙায় গিয়ে নামবে ?"

—"ভুলে যাবেন না, আমরা থাকব ডাঙায়, গাছপালা বা ঢিপিঢাপা বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। আমাদের এই অটোমেটিক বন্দুকগুলোর সুমুখ দিয়েই নৌকোয় ক'রে ওদের ডাঙার ওপরে উঠতে হবে।

আমাদের এক-একটা অটোমেটিক বন্দুক প্রতি মিনিটে কত গুলি বৃষ্টি করতে পারে জানেন তো? সাতশো! আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত মারণাস্ত্র!"

সুন্দরবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিন্তু এ-ভাবে মানুষ খুন ক'রে শেষটা আইনের পাকে আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে না তো?"

কুমার হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, এ জায়গা হচ্ছে অরাজক। এই বোম্বেটেদের জল-রাজ্যে একমাত্র আইন হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো।"

সুন্দরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হুম্!"

বিমল তখন আবার চোখে দূরবীণ লাগিয়ে শত্রু-জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে আর দূরবীণের দরকার হয় না। খালি চোখেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তার ডেকের উপরে দলে দলে চীনেম্যান ব্যস্ত, উত্তেজিত ভাবে এদিকে-ওদিকে আনাগোনা বা ছুটাছুটি করছে!

হঠাৎ বিমল দূরবীণ নামিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। তার মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি ভয়-চকিত।

বিমলের মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্ন! এটা যে অসম্ভব! কুমার রীতিমত অবাক্ হয়ে গেল।

জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, "কি হ'ল বিমলবাবু, আপনার মুখ-চোখ অমনধারা কেন?"

বিমল দূরবীণটা জয়ন্তের হাতে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "শত্রু-জাহাজের পিছনে চেয়ে দেখুন, বোম্বেটেদেরও চেয়ে ভয়াবহ এক শত্রু আমাদের গ্রাস করতে আসছে! আমি এখন 'ব্রিজে'র ওপরে

কাপ্তেনের কাছে চললুম, আরো তাড়াতাড়ি ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠতে না পারলে আর রক্ষা নেই!”

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, “বোম্বেটেরও চেয়ে ভয়াবহ শত্রু? ও বাবা, বলেন কি?”

—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দরবাবু! এমন আর এক শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, যার নামে ভয়ে কাঁপে সারা দুনিয়া! তার সামনে আমাদের অটোমেটিক বন্দুকও কোন কাজে লাগবে না!”

—এই ব'লেই বিমল জাহাজের ‘ব্রিজে’র দিকে ছুটল দ্রুতপদে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর সাগর-স্নান

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে জয়ন্ত যা দেখলে তা ভয়াবহই বটে!

বোম্বেটেদের জাহাজেরও অনেক পিছনে—বহু দূরে, আকাশ ও সমুদ্রের চেহারা একেবারে বদলে গেছে! নীচে বিপুল মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, উন্মত্ত, বৃহৎ তরঙ্গের পর তরঙ্গ—বলা চলে তাদের পর্ব্বত-প্রমাণ! তারা লাফিয়ে উপরে উঠছে, ঝাঁপিয়ে নীচে পড়ছে, আবার উঠছে, আবার নামছে এবং ঘুরপাক খেতে খেতে ফেনায় ফেনায় সেখানকার নীলিমাকে যেন খণ্ড খণ্ড ক'রে দিয়ে এগিয়ে আসছে উল্কার মতন তীব্রগতিতে! উপরে আকাশেরও রং হ'য়ে গেছে কালো মেঘে মেঘে ঘোরা-রাত্রির মতই অন্ধকার! বেশ বোঝা যায়, জেগে উঠেছে সেখানে সর্ব্বধ্বংসী আকস্মিক ঝঞ্ঝাবায়ু—যার

মস্তকান্দোলনে দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে বাঁধন-হারা নিকষ-কালো মেঘের জটা এবং ঘন ঘন পদাঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে উথলে উঠছে তরঙ্গা-কুল মহাসমুদ্র !

ফিরে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে জয়ন্ত বল্‌লে, "টাইফুন্ ?"

কুমার খালি-চোখেই সেদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ঘূর্ণাবর্ত্ত।"

মাণিক বল্‌লে, "কিন্তু আমাদের এখানে তো একটুও বাতাস নেই, অসহ্য উত্তাপে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে !"

কুমার বল্‌লে, "ও-সব টাইফুনের পূর্ব্ব-লক্ষণ। এ অঞ্চলে টাইফুন্ জাগবার সম্ভাবনা ঐ লক্ষণ থেকেই জানা যায়।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "কুমারবাবু, সমুদ্র-যাত্রা আমার এই প্রথম, এর আগে টাইফুন্ কখনো দেখি নি। কিন্তু শুনেছি চীনা-সমুদ্রে টাইফুনের পাল্লায় প'ড়ে ফি বৎসরেই অনেক জাহাজ অতলে তলিয়ে যায়।"

—"সেইজন্যেই তো ওকে আমরা বোম্বেটেদেরও চেয়ে ভয়ানক ব'লে মনে করছি ! বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এখন আমাদের একমাত্র আশা ঐ দ্বীপ। যদি টাইফুনের আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি ! হয়তো পারবও, কারণ আমরা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। এই দেখুন, আমাদের জাহাজের গতি আরো বেড়ে উঠেছে !"

এতক্ষণ সুন্দরবাবু ছিলেন ভয়ে হতভম্বের মত। এইবারে মুখ খুলে তিনি ব'লে উঠলেন, "হুম্ ! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী !"

জয়ন্ত বল্‌লে, "কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজ এখনো দূরে রয়েছে, সে কি টাইফুন্‌কে ফাঁকি দিতে পারবে ?"

কুমার বল্‌লে, "ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

মাণিক বল্‌লে, "কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! সমুদ্রের আর সব দিক্ শান্ত, কেবল একদিকেই জেগেছে নটরাজের প্রলয়-নাচন!"

কুমার বল্‌লে, "সাধারণ 'সাইক্লোনে'র মত টাইফুন্ বহু দূর ব্যেপে ছোটে না, ঐটেই তার বিশেষত্ব! কিন্তু ছোট হ'লেও তার জোর ঢের বেশী—যেটুকু জায়গা জুড়ে আসে, তার ভিতরে পড়লে আর রক্ষে নেই!"

দূর থেকে 'মেগাফোনে' বিমলের উচ্চ কণ্ঠস্বর জাগল—"কুমার, সবাইকে নিয়ে তুমি ডাঙায় নামবার জন্যে প্রস্তুত হও। কেবল নিতান্ত দরকারি জিনিষগুলো গুছিয়ে নাও।"

সবাই কেবিনের দিকে ছুটল। তারপর তাড়াতাড়ি কতকগুলো ব্যাগ ভর্ত্তি ক'রে আবার তারা যখন ডেকের উপরে এসে দাঁড়াল, দ্বীপ তখন একেবারে তাদের সামনে।

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌লে, "সমুদ্র যে এখানে প্রকাণ্ড এক নদীর মত হয়ে দ্বীপের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে! এ যে এক স্বাভাবিক বন্দর!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমাদের জাহাজও এই বন্দরে ঢুকছে।"

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল স্বরে বল্‌লেন, "জয় মা কালী! আমরা বন্দরে আশ্রয় পেয়েছি!"

মাণিক বল্‌লে, "হ্যাঁ, আরো ভালো ক'রে মা-কালীকে ডাকুন

সুন্দরবাবু! কারণ তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবী, আর বোম্বেটেরাও এই বন্দরে আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই।”

সুন্দরবাবু দুই হাত জোড় ক'রে মা-কালীর উদ্দেশে চক্ষু মুদে তিন বার প্রণাম ক'রে বল্‌লেন, “মাণিক, এ-সময়ে আর ভয় দেখিও না, মা-জগদম্বাকে একবার প্রাণ ভ'রে ডাকতে দাও।”

কুমার ফিরে দেখলে, শত্রুরা দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে প্রাণপণে জাহাজ চালিয়েছে এবং দূরে তার দিকে বেগে তাড়া ক'রে আসছে সাগর-তরঙ্গ তোলপাড় ক'রে মূর্ত্তিমান মহাকালের মত সুভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত!

দ্বীপের ভিতরে ঢুকে সমুদ্রের জল আবার মোড় ফিরে গেছে, কাজেই জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে মোড় ফিরলে। তখন দ্বীপের বন-জঙ্গল ঠিক যবনিকার মতই বাহির-সমুদ্র, ঘূর্ণাবর্ত্ত ও বোম্বেটে-জাহাজের সমস্ত দৃশ্য একেবারে ঢেকে দিলে।

এমন সময়ে বিমল দৌড়ে সকলের কাছে এসে বল্‌লে, “জয়ন্তবাবু, কাপ্তেন বল্‌লেন এখানকার জল গভীর নয়, জাহাজ আর চলবে না। নাবিকরা নৌকোগুলো নামাচ্ছে, আমাদেরও জাহাজ থেকে নামতে হবে।”

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, “কেন?”

—“বোম্বেটেরাও এখানে আসছে, তারা আমাদের চেয়ে দলে ঢের ভারি। আমরা ডাঙায় না নামলে তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারব না।”

সুন্দরবাবু আবার মুষড়ে প'ড়ে বল্‌লেন, “তাহ'লে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে?”

—“নিশ্চয়! টাইফুন আর বোম্বেটে—আমাদের এখন যুদ্ধ করতে

হবে তুই শক্রর সঙ্গে! ঐ দেখুন, 'সেলর'রা এরি মধ্যে 'লাইফ-বোট' ভাসিয়ে ফেলেছে! ঐ শুনুন, 'মেগাফোনে' কাপ্তেন-সায়েবের গলা! তিনি আমাদের নৌকোয় তাড়াতাড়ি নামতে বলছেন—নইলে ঝোড়ো ঢেউ এখানেও এসে পড়তে পারে! চলুন, আর দেরি নয়। রামহরি, তুমি বাঘাকে সামলাও!"

লাইফ-বোট যেখানে থামল, সেখানে জলের ধার থেকেই একটি ছোট্ট পাহাড় প্রায় একশো ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে।

বিমল বল্‌লে, "এইখানেই বন্দুক নিয়ে আমরা সবাই পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করব। বোম্বেটেরা আমাদের বন্দুক এড়িয়ে নিতান্তই যদি ডাঙায় এসে নামে, তাহ'লে অবস্থা বুঝে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত এই পাহাড়টাই হবে আমাদের দুর্গ। কি বল কুমার, কি বলেন জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "সাধু প্রস্তাব। কিন্তু বিমলবাবু, একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছেন?"

—"হুঁ, ঝোড়া বাতাসের গোঁ-গোঁ। হু-হু, সমুদ্রের হুঙ্কার!"

কুমার বল্‌লে, "কেবল তাই নয়—দূর থেকে যেন অনেক মানুষের কোলাহলও ভেসে আসছে!"

রামহরি বল্‌লে, "এতক্ষণ চারিদিক গুমোট্ ক'রে ছিল, এখন জোর হাওয়ায় এখানকার গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে! ঝড় বোধ হয় এল!"

মাণিক বল্‌লে, "ঝড় এল, কিন্তু বোম্বেটে-জাহাজ কোথায়?"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "হুম্!"

বাঘা বল্‌লে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"

বিমল বল্‌লে, "তবে কি বোম্বেটেগুলো ঝড়ের খপ্পরেই পড়ল? দাঁড়াও, দেখে আসি"—ব'লেই সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

রামহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌লে "ওপরে উঠ না খোকাবাবু, ওপরে উঠ না! বেশী ঝড় এলে উড়ে যাবে!"

কিন্তু বিমল মানা মানলে না। পাহাড়ের প্রায় মাঝ-বরাবর উঠেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে একদিকে তাকিয়ে সে চমৎকৃত স্বরে বল্‌লে, "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! কুমার, কুমার, শীগ্‌গির দেখে যাও!"

বিপুল কৌতূহলে সবাই দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল—একমাত্র সুন্দরবাবু ছাড়া। তাঁর বিপুল ভুঁড়ি উর্দ্ধমার্গের উপযোগী নয়।

বাস্তবিকই সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! সে বিষম টাইফুনের ভয়ে তারা সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সে-ভয়ঙ্কর দ্বীপের দিকে না এসে যেন পাশ কাটিয়েই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে অন্য দিকে হুহু ক'রে! দ্বীপের দিকে এসেছে খানিকটা উদ্দাম হাওয়ার ঝটকা মাত্র, কিন্তু টাইফুন্ নিজে যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার শূন্যে দুলছে নিরন্ধ্র অন্ধকার—নীচে কেবল অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে রুদ্র সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গদলের হিন্দোলা! আর ভেসে ভেসে আসছে প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্ত্তের বিকট চীৎকার, গম্ভীর জল-কল্লোল, বহু মানব-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ!

কুমার অভিভূত স্বরে বল্‌লে, "এমন বিচিত্র ঝড় আর কখনো দেখি নি। কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজখানা কোথায় গেল?"

বিমল বল্‌লে, "ওখানকার অন্ধকার ভেদ ক'রে কিছুই দেখবার

উপায় নেই! তবে মানুষের গোলমাল শুনে বোধ হচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও কোথায় ছুটে চলেছে, হয়তো সমুদ্র এখনি তাকে গিলে ফেলবে!"

রামহরি সানন্দে বল্‌লে, "জয় বাবা পবনদেব! আজ তুমিই আমাদের সহায়!"

খানিকক্ষণ পরেই চারিদিক আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—শূন্যে নেই অন্ধ মেঘের কালিমা, সমুদ্রে নেই বিভীষণের তাণ্ডবলীলা। একটু আগে কিছুই যেন হয় নি, এমনি ভাবেই মুখর নীলসাগর আবার বোবা নীলাকাশের কাছে আদিম যুগের জীবহীনা ধরিত্রীর পুরাতন গল্প-বলা সুরু করলে।

সূর্য্য সাগর-স্নানে নেমে অদৃশ্য হ'ল, কিন্তু আকাশ আর পৃথিবীতে এখনো আলো যেন ধরছে না! দূর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখী ফিরে আসছে দ্বীপের দিকে।

পাহাড়ের উপরে ব'সে সবাই বিশ্রাম করছিল। সেখান থেকে দ্বীপটিকে দেখাচ্ছে চমৎকার পরীস্থানের মত। নানা-জাতের গাছেরা সেখানে সঙ্গীতময় সবুজ উৎসবে মেতে আছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাম্-জাতীয় গাছেরাই।

কোথাও পাহাড়ের আনন্দাশ্রুধারার মত ঝ'রে পড়ছে ঠিক যেন একটি খেলাঘরের ঝরণা। রূপালী ফিতার মত তার শীর্ণ ধারা সকৌতুকে পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসেছে নীচেকার সুন্দরশ্যাম জমির উপরে—যেখানে শ্যামলতাকে সচিত্র ক'রে তুলেছে রং-বেরঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের দল। খানিক পরেই রাত হবে, তারার

সভায় চাঁদ হাসবে, আর নতুন জ্যোৎস্নার ঝল্‌মলে আলো মেখে স্বপ্ন-বালারা আসবে যেন সেই ফুলদার ঘাস-গালিচার উপরে ব'সে ঝরণার কলগান শুনতে!

বিমল এই-সব দেখতে দেখতে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "সহর আর সভ্যতা ছেড়ে পৃথিবীর যেখানেই যাই সেখানেই দেখি, রেখায় রেখায় লেখা আছে সৌন্দর্য্যের কবিতা। সহরে ব'সে হাজার টাকা খরচ ক'রে যতই 'ড্রয়িং-রুম্' সাজাও, কখনোই জাগবে না সেখানে রূপের এমন ঐশ্বর্য্য, লাবণ্যের এত ছন্দ! সহরে ব'সে আমরা যা করি তা হচ্ছে আসল সৌন্দর্য্যের 'ক্যারিকেচার' মাত্র, কাগজের ফুলের মতই অসার! তাই তো আমি যখন-তখন কুৎসিত সহর আর কপট সভ্যতাকে পিছনে ফেলে ছুটে যেতে চাই সৌন্দর্য্যময় অজানা বিজনতার ভিতরে। রামহরি জানে, আমরা দুরন্ত ডানপিটে, খুঁজি খালি অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তুমি জানো কুমার, এ কথা সত্য নয়! চোখের সামনে রয়েছে এই যে অপরূপের নাট্যশালা, আমাদের কল্পনা কি এখানে অভিনয় করতে ভালোবাসে না? আমরা কি কেবল ঘুসোঘুসি করতে আর বন্দুক ছুঁড়তেই জানি, কবিতা পড়তে পারি না?"

কুমার বললে, "আমার কি মনে হচ্ছে জানো বিমল? ঐ ফুলের বনে, ঐ ঝরণার ধারে একখানি পাতার কুঁড়েঘর গ'ড়ে সত্যিকার কবির জীবন যাপন করি। চারিদিকে বনের গান, পাখীর তান, বাতাসের ঝঙ্কার, মৌমাছির গুঞ্জন, ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির রঙের খেলা, দিনে মাঠে মাঠে রোদের কাঁচা সোনা, রাতে গাছে গাছে চাঁদনীর ঝিলি-মিলি,

আর এরি মধ্য থেকে সর্ব্বক্ষণ শোনা যায় অনন্ত সমুদ্রের মুখে মহাকাব্যের আবৃত্তি! কল্‌কাতার পায়রার খোপে আর আমার ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

জয়ন্ত বললে, "পৃথিবীকে আমার যখন বড় ভালো লাগে তখন আমি চাই বাঁশী বাজাতে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমার সঙ্গে আছে বাঁশীর বদলে বন্দুক। বন্দুকের নল থেকে তো গান বেরোয় না, বেরোয় কেবল বিষম ধমক।"

মাণিক বললে, "কেন জয়ন্ত, খুসি হ'লেই তো তুমি আর একটি জিনিষ ব্যবহার কর! নস্যির ডিবেটাও কি তুমি সঙ্গে আনো নি?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ মাণিক, নস্যির ডিবেটা আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কবিতা কোনদিন ডিবের ভেতরে নস্যির সঙ্গে বাস করে না। আজ আমাদের সামনে দেখছি যে মূর্ত্তিমান সঙ্গীতকে, তার নাচের ছন্দ জাগতে পারে কেবল আমার বাঁশীর মধ্যেই।"

সুন্দরবাবু ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে দোদুল্যমান ভুঁড়ির বিদ্রোহিতাকে আমলে না এনেই পাহাড়ের উপরে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের কবিত্ব-চর্চ্চা আর তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না, বিরক্ত স্বরে বললেন, "হুম্! পাহাড় থেকে ঝরণা ঝরছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে গাছগুলো ন'ড়ে-চ'ড়ে শব্দ করছে, কতগুলো পাখী চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে, আর মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, এ-সব নিয়ে এত বড় বড় কথার কিচ্ছু মানে হয় না। চল হে রামহরি, আমরা স'ড়ে পড়ি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কিন্তু যাবেন কোথায়? জাহাজে?"

—"না। গরমে ছুটোছুটি ক'রে শরীরটা কেমন এলিয়ে পড়েছে

এখানকার পাহাড়ের তলায় সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে বেশী ঢেউ নেই দেখছি। একটু সমুদ্র-স্নান করবার ইচ্ছে হয়েছে। রামহরি, কি বল ?"

রামহরি বললে, "বেশ তো, চলুন না! আমিও একবার চান্ ক'রে নিই-গে। আয় রে বাঘা !"

—"কিন্তু তোমার বাঘাকে আগে আগে যেতে বল রামহরি, নইলে ও আবার হয়তো আমার পা শুঁক্‌তে আসবে !"

রামহরি বললে, "বাঘা, সাবধান! আবার যেন আমাদের সুন্দরবাবুর সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাব করতে যেও না! যাও, এগিয়ে যাও।"

বাঘার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল না যে, সুন্দরবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে তার মনে আর কিছুমাত্র বাসনা আছে। কিন্তু সে রামহরির কথা বুঝে ল্যাজ উঁচু ক'রে আগের দিকে দিলে লম্বা এক দৌড়।

রামহরির সঙ্গে সুন্দরবাবু যখন পাহাড় থেকে নেমে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের আলো তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে।

রামহরি বললে, "শীগ্‌গির দুটো ডুব দিয়ে নিন, আলো থাকতে থাকতেই আমাদের আবার জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে।"

—"কিছু ভয় নেই রামহরি, আজ পূর্ণিমা। আজ অন্ধকার জব্দ !"

—"ঐ শুনুন, কু দিয়ে জাহাজ আমাদের ডাকছে! ঐ দেখুন, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁরা সবাই নেমে আসছেন !"

সুন্দরবাবু জলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একটি সুদীর্ঘ "আঃ" উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, "বাঃ, তোমাদের বাঘা দেখছি যে দিব্যি সাঁতার কাটছে! আমিও একটু সাঁতার দিয়ে নি! কি চমৎকার ঠাণ্ডা জল! দেহ যেন জুড়িয়ে গেল!"

জল কেবল ঠাণ্ডা নয়, নীলিমা-মাখানো সুন্দর, স্বচ্ছ। তলাকার প্রত্যেক বালু-কণাটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এখানকার জলের মধ্যে কোনই অজানা রহস্য নেই। কাজেই সুন্দরবাবু মনের সুখে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন।

দূর থেকে মাণিক চীৎকার ক'রে বললে, "উঠে আসুন সুন্দরবাবু, অত আর সাঁতার কাটতে হবে না! এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে!"

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "হুম্, কি বললে? হাঙর? তাই তো হে, এ-কথা তো এতক্ষণ মনে হয় নি! বাব্বাঃ! দরকার নেই আমার সাঁতার কেটে!"—তিনি তীরের দিকে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলেন জলের ভিতর থেকে প্রাণপণে কে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলে!

—"ওরে বাবা রে, হুম্—হুম্! হাঙর, হাঙর! জয়ন্ত, মাণিক, রমহরি! আমাকে হাঙরে ধরেছে—হু-হু-হু-হু-হুম্!"

রামহরি একটু তফাতে ছিল। কিন্তু সেইখান থেকেই সে স্তম্ভিত নেত্রে বেশ দেখতে পেলে যে, সুন্দরবাবুর দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, সুদীর্ঘ একটা ছায়ামূর্ত্তি!

সুন্দরবাবু পরিত্রাহি চীৎকার ক'রে বললেন, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! হাঙর নয়, এ যে একটা মানুষ! এ যে মড়া! ওরে বাবা,

এ যে ভূত! এ যে আমাকে জলের ভিতরে টানছে—ও জয়ন্ত, ও মাণিক!”

বিমল, কুমার জয়ন্ত ও মাণিক তীরের মত পাহাড় থেকে নেমে এল। ভূতের নামে রামহরি একবার শিউরে উঠল বটে, কিন্তু তখনি সে দুর্ব্বলতা সাম্‌লে নিয়ে বেগে সাঁতার কেটে সুন্দরবাবুর দিকে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে পড়ল বাঘা—তার দুই চক্ষু জ্বলছে তখন তীব্র উত্তেজনায়!

—“আর পারছি না, একটা জ্যান্তো মড়া আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—বাঁচাও!”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবন্ত মৃতদেহ

—“ডুবে মলুম, ডুবে মলুম, বাঁচাও!” — সুন্দরবাবু আবার একবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

তিনি বেশ অনুভব করলেন, দু'খানা অস্থিচর্ম্মসার, কিন্তু লোহার মতন কঠিন এবং বরফের মতন ঠাণ্ডা-কন্‌কনে বাহু তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে পাতালের দিকে টানছে, ক্রমাগত টানছে!

দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তার দিকে ভালো ক'রে তাকাতে পারলেন না বটে, কিন্তু আব্‌ছা-আব্‌ছা যেটুকু দেখতে পেলেন তাই-ই হ'ল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। সে হচ্ছে একটা মৃত-মানুষের—জীবন্ত মৃত মানুষের—মূর্ত্তি, আর তার চোখদুটো হচ্ছে মরা মাছের মত।

রামহরি দু-হাতে জল কেটে এগুতে এগুতে সভয়ে দেখলে, "হুম্" ব'লে বিকট এক চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবু হুস্ ক'রে ডুবে গেলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে বাঘাও দিলে জলের তলায় ডুব।

ওদিকে বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিকও ততক্ষণে জলে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু তাদের আর বেশীদূর এগিয়ে আসতে হ'ল না হঠাৎ দেখা গেল, সুন্দরবাবু আবার ভেসে উঠে প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে আসছেন! বাঘাও আবার ভেসে উঠেছে!

রামহরি খুব কাছে ছিল। সে দেখতে পেলে, জলের উপরে খানিকটা রক্তের দাগ এবং বাঘার মুখও রক্তাক্ত।

ব্যাপারটা বুঝে তারিফ ক'রে সে বল্লে, "বাহাদুর বাঘা, বাহাদুর!"

কিন্তু সেই আশ্চর্য্য ও অসম্ভব মূর্ত্তিটার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সকলে ডাঙার উপরে উঠল। সুন্দরবাবু আর রামহরি ও বাঘা ছাড়া সে বিকট মূর্ত্তিটাকে আর কেউ দেখে নি, সুতরাং আসল ব্যাপারটাও এখনো কেউ বুঝতে পারলে না।

বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে সুন্দরবাবু হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মত।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "সুন্দরবাবু, আপনাকে কি হাঙরে ধ'রেছিল?"

কুমার বল্লে, "না বিমল, তা হ'তে পারে না। হাঙরে ধরলে উনি অমন অক্ষত দেহে ফিরে আসতেন না।"

বিমল বললে, "হুঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু তবে কে ওঁকে জলের ভেতরে আক্রমণ করতে পারে?"

সুন্দরবাবু বেদম হয়ে খালি হাঁপান! এখন তাঁর একটা "হুম্" পর্য্যন্ত বলবার শক্তি নেই। বাঘা গম্ভীর মুখে এসে সুন্দরবাবুর সর্ব্বাঙ্গ শুঁকে বোধ হয় পরীক্ষা ক'রে দেখলে যে, তাঁর দেহ অটুট আছে কি না! পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হ'ল, কারণ ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "এখানে জলের ভেতরে অক্টোপাস থাকে না তো?"

রামহরি বল্‌লে, "কি বল্‌লেন?"

—"অক্টোপাস।"

—"তাকে কি মানুষের মতন দেখতে?"

—"মোটেই নয়। তোমাকে কতকটা বোঝাবার জন্যে বরং বলা যায়, তাকে দেখতে অনেকটা বিরাট ও অদ্ভুত মাকড়সার মত। সমুদ্রের জলে তারা লুকিয়ে থাকে আর আটখানা পা দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধ'রে মাংস-রক্ত শুষে খায়।"

—"না বাবু, না। আপনি যে কিম্ভুতকিমাকার জানোয়ারের কথা বল্‌লেন নিশ্চয়ই সেটা ভয়ানক, কিন্তু সুন্দরবাবুকে যে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে দেখতে মানুষের মত।"

বিমল হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "কি যে বল রামহরি! মানুষ কি জলচর জীব? জলের ভিতর থেকে আক্রমণ ক'রে সে কি এতক্ষণ ধ'রে জলের তলাতেই ডুব মেরে থাকতে পারে?"

মাণিক মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সেই বিশাল হ্রদের মত জলরাশি

একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। তাদের জাহাজ আর লাইফ-বোট ছাড়া তার উপরে আর কোন জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নেই। বিমল ঠিক কথাই বলেছে। সুন্দরবাবুকে যে আক্রমণ করেছিল নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়!

রামহরি দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "না খোকাবাবু, আমি মিছে কথা বলি নি। সে মানুষ কি না জানি না, কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতই। সুন্দরবাবুর কোমর সে নীচে থেকে দু-হাতে আঁক্‌ড়ে ধ'রেছিল। কাঁচের মত পরিষ্কার জলে তার হাত, পা, মুখ, দেহ বেশ দেখা যাচ্ছিল।"

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁপ-ছাড়া হ'ল সমাপ্ত। দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে ব'সে তিনি বল্‌লেন, "হুম্। রামহরি কিচ্ছু ভুল বলছে না। আমাকে ধরেছিল একটা জ্যান্তো মরা-মানুষ!"

—"জ্যান্তো মরা-মানুষ!"

—"হ্যাঁ, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি—একেবারে আসল মড়া! আমি তার হাতের ছোঁয়া পেয়েছি—একেবারে কন্‌কনে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! কিন্তু সে জ্যান্তো, তার হাতের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল! মরা মাছের মত স্থির দুই চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল—বাপ রে, ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়!"

রামহরি বল্‌লে, "জ্যান্তো মড়া মানেই হচ্ছে, পিশাচ। সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই কোন পিশাচের পাল্লায় প'ড়েছিলেন! ভাগ্যে আমাদের বাঘা ছিল, তাই এ-যাত্রা কোন-গতিকে বেঁচে গেলেন! বাঘার কাছে পিশাচও জব্দ!"

সুন্দরবাবু কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে বাঘার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "হুম্। বাঘা, আয় রে, আমার কাছে আয়! তুই যে কি রত্ন, এতদিন আমি

চিনতে পারি নি। এবার থেকে আর তোকে আমি কিছু বল্‌ব না, তোকে ভালো ভালো খাবার খেতে দেব। খাসা কুকুর, লক্ষ্মী কুকুর!"

মাণিক বল্‌লে, "সুন্দরবাবু, আপনি নিশ্চয় মৎস্যনারী আর নাগ-কন্যার গল্প শুনেছেন?"

সুন্দরবাবু বেশ বুঝলেন মাণিকের মাথায় কোন নতুন দুষ্টুমি বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাঁর পিছনে লাগা হচ্ছে তার চিরকেলে স্বভাব। বল্‌লেন, "হুঁ, শুনেছি। কি হয়েছে তা?"

—"আমার বোধ হয় কোন মৎস্য-নারী কি নাগ-কন্যা আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছিল।"

একটু গরম হয়ে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে সে কি করত?"

—"বিয়ে করত। আপনাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল কিনা।"

একেবারে মারমুখো হয়ে সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "চোপরাও মাণিক, চোপরাও! তোমার মতন ত্যাঁদোড় আমি জীবনে আর দেখি নি, আমার হাতে একদিন তুমি মার খাবে জেনো।"

বিমল গম্ভীর মুখে ভাবতে ভাবতে বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?"

—"কিছু না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি, সুন্দরবাবুর চোখের ভ্রম হয়েছে।"

—"সুন্দরবাবুর আর রামহরির—দু'জনেরই একসঙ্গে চোখের ভ্রম হ'ল?"

-"ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার ফলেই আজ আমরা এখানে এসেছি

সেই মামলাটার কথা ভেবে দেখুন। লোকের পর লোক দেখতে লাগল, শূন্য-পথে ছায়ামূর্ত্তির মতন কে উড়ে যায়। কিন্তু তারা সকলেই কি ভুল দেখে নি?······হুঃ, জ্যান্তো মড়া! পিশাচ! সে আবার বাস করে জলের তলায়! বলেন কি মশাই, এ-সব কি বিশ্বাস করবার কথা?"

—"বিশ্বাস আপনাকে কিছুই করতে বলছি না জয়ন্তবাবু! কিন্তু আমার মত হচ্ছে, এ ব্যাপারটার মধ্যে কোন অলৌকিক বা অসাধারণ রহস্য থাকলেও থাকতে পারে। জীবনে অনেকবারই আমাকে আর কুমারকে এমন সব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, যা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতে কি, অলৌকিক ব্যাপার দেখে দেখে এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এটাও ভুলবেন না যে, আজ আমরা সকলেই চলেছি কোন্ এক অজানা দেশে, কেবল অলৌকিক দৃশ্য দেখবারই আশায়। এখন আমরা সেই অমৃত-দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। আজ হয়তো এইখান থেকেই অলৌকিক রহস্যের আরম্ভ হ'ল! ঐ শুনুন, জাহাজ থেকে আবার আমাদের ডাকছে, সন্ধ্যাও হয়েছে, আর এখানে নয়।"

'পাম্'-জাতীয় একদল গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদের মুখ উঁকি মারছিল সকৌতুকে। জলে-স্থলে-শূন্যে সর্ব্বত্রই জ্যোৎস্নার রূপলেখা পড়েছে ছড়িয়ে এবং দিনের সঙ্গে রাতের ভাব হয়েছে দেখে অন্ধকার আজ যেন ভয়ে নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করতে পারছে না।

সকলে একে একে 'লাইফ-বোটে' গিয়ে উঠল! হ্রদের স্বচ্ছ জল ভেদ ক'রে চাঁদের আলো নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। কিন্তু তাদের

দৃষ্টি সেখানে যাকে খুঁজছিল তাকে দেখতে পেলে না। তবু একটা ভয়াবহ অসম্ভবের সম্ভাবনা হ্রদের নীলিমাকে ক'রে রেখেছিল রহস্যময়।

* * * *

চাঁদের বাতি নিবিয়ে দিয়ে এল অরুণ প্রভাত। মহাসাগরকে আলোময় ক'রে সে পূর্ব্বাকাশে এঁকে দিলে তরুণ সূর্য্যের রক্ত-তিলক। জাহাজ বেগে ছুটেছে অমৃত-দ্বীপের উদ্দেশে।

ডেকের উপরে 'মর্ণিং ওয়াক্' করতে করতে সুন্দরবাবু জাহাজের রেলিং ধ'রে একবার দাঁড়ালেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখদুটো উঠল বেজায় চম্‌কে। উত্তেজিত স্বরে তিনি ডাকলেন, "জয়ন্ত! মাণিক! বিমলবাবু! কুমারবাবু!"

সবাই এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সুন্দরবাবুর জোর-তলবে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে এল।

সুন্দরবাবু বিবর্ণমুখে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করলেন।

জাহাজের পাশেই নীলজলে ভাসছে মানুষের একটা রক্তহীন সাদা মৃতদেহ। তার ভাবহীন, নিষ্পলক, বিস্ফারিত দুটো চোখ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জাহাজের দিকে। তার আড়ষ্ট দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, স্রোতের বিরুদ্ধে বেগবান্ জাহাজের সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা ভেসে চলেছে সোঁ-সোঁ ক'রে!

হতভম্ব মুখে জয়ন্ত বল্‌লে, "আমি কি স্বপ্ন দেখছি?"

বিমল কিছু বল্‌লে না, রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে আরো ভালো ক'রে মূর্ত্তিটাকে দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু তিক্তস্বরে বল্‌লেন, "মাণিক, ঐ কি তোমার মৎস্যনারী? দেখছ, ওটা একটা বুড়ো চীনেম্যানের মড়া? ওই-ই কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল!"

মাণিক বল্‌লে, "নিশ্চয় ও বোম্বেটে-জাহাজের যাত্রী ছিল, কালকের 'টাইফুনে' জলে ডুবে মারা পড়েছে।"

—"হুম্, মারা পড়েছেই বটে! তাই স্রোতের উল্টোমুখে এগিয়ে চলেছে কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে!"

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে, "সকলে রাম-নাম কর—রাম-নাম কর—রাম-নাম কর। ও পিশাচ, আমাদের রক্ত খেতে চায়!"

কুমার বল্‌লে, "বিমল, 'তাও'-সাধুদের কথা স্মরণ কর। যাঁরা 'সিয়েন্' বা অমর হয়, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ! আমরা হয়তো অমৃত-দ্বীপের কোন 'সিয়েন্'কেই আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "আজকের যুগে ও-সব আজগুবি কথা মানি কি ক'রে?"

বিমল বল্‌লে, "না মেনেও তো উপায় নেই জয়ন্তবাবু! ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার সময়েই আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দিই নি যে, কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী কত শত বৎসর বেঁচেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না? সময়ে সময়ে তাঁরও দেহ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে গঙ্গাজলে ভেসে ভেসে বেড়াত? ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা তো পৌরাণিক কথা নয়, আধুনিক যুগেরই কথা!"

—"বিমলবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবার মত যুক্তি খুঁজে

পাচ্ছি না, আর চোখের সামনে যা স্পষ্ট দেখছি তাকে উড়িয়ে দেবার শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেছি! এও কি সম্ভব? বেগবান্ অথচ আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট মৃতদেহ ছোটে আধুনিক কলের জাহাজের সঙ্গে! এর পরেও আর অবিশ্বাস করব কিসে? এখন অচল পাহাড়কেও চলতে দেখলে আমি বিস্মিত হব না।"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "ও-সব তর্ক থো করুন মশাই, থো করুন। আমার কথা হচ্ছে, 'সিয়েন্'রা কি মানুষের মাংস খায়? নইলে ও কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল কেন?"

বিমল বল্লে, "বোধ হয় ও আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে। ও তাই বাধা দিতে চায়, আমাদের আক্রমণ করতে চায়!"

—"তাই নাকি? হুম্!"—ব'লেই সুন্দরবাবু এক ছুটে নিজের কামরায় গিয়ে একটি বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন।

কুমার বল্লে, "আপনি কি করতে চান সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "আমি দেখতে চাই, অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে তারা কেমনধারা অমর? আমি দেখতে চাই, ঐ জ্যান্তো মড়াটা বন্দুকের গরমাগরম বুলেট হজম করতে পারে কিনা?"

রামহরি সভয়ে বল্লে, "পিশাচকে ঘাঁটাবেন না বাবু, পিশাচকে ঘাঁটাবেন না। কিসে কি হয় বলা তো যায় না!"

—"আরে, রেখে দাও তোমার পিশাচ-ফিশাচ! পুলিসের কাজই হচ্ছে যত নরপিশাচ বধ করা।"—এই ব'লেই সুন্দরবাবু বন্দুক তুলে সেই ভাসন্ত দেহটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলেন!

ফল কি হয় দেখবার জন্যে সকলে অপেক্ষা করতে লাগল, সাগ্রহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বীপে

সুন্দরবাবু তাঁর 'অটোমেটিক' বন্দুক ছুঁড়লেন—এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই সাংঘাতিক আধুনিক মারণাস্ত্রের গর্ভ থেকে বেরিয়ে হুড়্-হুড়্ ক'রে বয়ে গেল অনেকগুলো গুলির ঝড়।

কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদ্রের বুকে ভাসন্ত সেই আশ্চর্য্য জীবিত বা মৃত দেহটা জলের তলায় অদৃশ্য হ'ল!

সুন্দরবাবু বন্দুক নামিয়ে বল্লেন, "হুম্! আমার লক্ষ্য অব্যর্থ! বেটার গা নিশ্চয় ঝাঁজ্‌রা হয়ে গেছে।"

জয়ন্ত বল্লে, "আমার বোধ হয় গুলি লাগবার আগেই ও-আপদ্‌টা সমুদ্রে ডুব মেরেছে!"

বিমল বল্লে, "আমারও সেই বিশ্বাস।"

কুমার বল্লে, "মড়াটা খালি জ্যান্তো নয়, বেজায় ধূর্ত্ত!"

মাণিক বল্লে, "ও হয়তো এখন ডুব-সাঁতার দিচ্ছে!"

রামহরি বল্লে, "রাম, রাম, রাম, রাম! পিশাচকে ঘাঁটিয়ে ভালো কাজ হ'ল না।"

সুন্দরবাবু বল্লেন, "অমরই বল, জ্যান্তো মড়াই বল আর পিশাচই বল, অটোমেটিক বন্দুকের কাছে কোন বাবাজীর কোনই ওস্তাদি খাটবে না। এতক্ষণে বেটার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে অতলে তলিয়ে গেছে।"

কিন্তু সুন্দরবাবুর মুখের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই সেই রক্তশূন্য সাদা দেহটা হুস্ ক'রে আবার ভেসে উঠল! তার মুখে ভয়ের বা রাগের কোন চিহ্নই নেই এবং তার ভাবহীন ও পলকহীন চোখদুটো আগেকার মতই বিস্ফারিত হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে!

..রামহরি আর সে দৃশ্য সইতে পারলে না, ওঠে-কি-পড়ে এমনি বেগে ছুটে আড়ালে পালিয়ে গেল।

বিমল হাসতে হাসতে বল্‌লে, "ও সুন্দরবাবু, এখন আপনার মত কি? দেখছেন, মড়াটা এখনো অটুট দেহে বেঁচে আছে?"

প্রথমটা সুন্দরবাবু রীতিমত হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই সে-ভাব সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন, "তবে আমার টিপ্ ঠিক হয় নি। রোসো, এইবারে দেখাচ্ছি মজাটা!......আরে, আরে, বন্দুক

তুলতে-না-তুলতেই বেটা যে আবার ডুব মারলে হে! এমন ধড়ীবাজ মড়া তো কখনো দেখি-নি! হুম্, কিন্তু যাবে কোথায়? এই আমি বন্দুক বাগিয়ে রইলুম, উঠেছে কি গুলি করেছি। আমার সঙ্গে কোন চালাকিই খাটবে না বাবা!"

কিন্তু দেহটা আর ভেসে উঠল না। সুন্দরবাবু তাঁর প্রস্তুত বন্দুক নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বল্‌লেন, "নাঃ! হতভাগা গুলি খেতে রাজি নয়, স'রে প'ড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে!"

জয়ন্তের মুখ গম্ভীর। সে চিন্তিত ভাবে বল্‌লে, "আজ যা দেখলুম, লোকের কাছে বল্‌লে আমাদের পাগল ব'লে ঠাট্টা করবে। বিমলবাবু, জানি না অমৃত-দ্বীপ কেমন ঠাঁই! কিন্তু সেখানে যারা বাস করে, তাদের চেহারা কি ঐ ভাসন্ত দেহটার মত?"

বিমল মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আমিও জানি না।"

মাণিক বল্‌লে, "আমার কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে!"

কুমার বল্‌লে, "ভয়! ভয়কে আমরা চিনি না। ভয় আমাদের কাছে আসতে ভয় পায়।"

মাণিক একটু হেসে বল্‌লে "ভয় নেই কুমারবাবু, আমিও ভীরু নই। এমন আজগুবি ভুতুড়ে দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে বটে, কিন্তু সেটা হ'চ্ছে মানুষের সংস্কারের দোষ। আমাকে কাপুরুষ ভাববেন না, দরকার হ'লে আমি ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবেরও সঙ্গে হাতাহাতি করতে রাজি আছি। আমি—"

কুমার বাধা দিয়ে মাণিকের একখানা হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "আমি মাপ চাইছি মাণিকবাবু! আমি আপনাকে কাপুরুষ মনে করি না।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "তা কুমারবাবু, আপনি আমাকে ভীতুই ভাবুন আর কাপুরুষই ভাবুন, আমি কিন্তু একটা স্পষ্ট কথা বল্‌তে চাই—হুম্‌!"

—"বলুন। স্পষ্ট কথা শুনতে আমি ভালোবাসি।"

—"আমি আর অমৃত-দ্বীপে গিয়ে অমর-লতার খোঁজ-টোঁজ করব না।"

—"করবেন না?"

—"না, না, না, নিশ্চয়ই না। আমি অমর হ'তে চাই না। অমর-লতার খোঁজ করা তো দূরের কথা, আমি আপনাদের দ্বীপের মাটি পর্য্যন্ত মাড়াতে রাজি নই।"

—"কেন?"

—"জয়ন্তের কথাটা আমারও মনে লাগছে। অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে নিশ্চয় তারাও হ'চ্ছে জ্যান্তো মড়া! মড়া যেখানে জ্যান্তো হয়, সে দেশকে আমি ঘেন্না করি। থুঃ থুঃ—হুম্‌! আমি জাহাজ থেকে নামব না।"

—"কিন্তু তারা যদি জাহাজে উঠে আপনার সঙ্গে ভাব করতে আসে?"

—"কী! আমার সঙ্গে ভাব করতে আসবে? ইস্‌, তা আর আসতে হয় না, আমার হাতে বন্দুক আছে কি জন্যে?······কিন্তু যেতে দিন ও-সব ছাই কথা, এখন কেবিনের ভেতরে চলুন, ক্ষিধের চোটে আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।"

মাণিক বল্‌লে, "এইটুকুই হচ্ছে আমাদের সুন্দরবাবুর মস্ত

বিশেষত্ব। হাজার ভয় পেলেও উনি ক্ষিধে ভোলেন না! হয়তো মৃত্যুকালেও উনি অন্তত এক ডজন লুচি আর একটা গোটা ফাউল-রোষ্ট খেতে চাইবেন!"

সুন্দরবাবু খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ ক'রে ব'লে উঠলেন, "মাণিক, ফের তুমি ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করছ! ফাজিল ছোক্‌রা কোথাকার!"

* * * *

"লিট্‌ল্ ম্যাজেষ্টিক্" জল কেটে সমুদ্রের নীল বুকে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মেঘশূন্য নীলাকাশ থেকে ঝ'রে পড়ছে পরিপূর্ণ রৌদ্র।

ক্রমে রোদের আঁচ্ ক'মে এল, সূর্য্যের রাঙা মুখ পশ্চিম আকাশ দিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে।

কুমার ডেকের উপরে এসে দেখলে, পূর্ব্বদিকে তাকিয়ে বিমল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "কি শুনছ বিমল? মহাসাগরের চিরন্তন সঙ্গীত?"

—"আমি কিছুই শুনছি না ভাই! আমি এখন পূর্ব্বদিকে একটা দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করছি।"

—"সূর্য্যাস্তের দেরি নেই। এখন তো রঙিন দৃশ্যপট খুলবে পশ্চিম আকাশে। আজ প্রতিপদ, চাঁদও আসবে খানিক পরে। তবে পূর্ব্ব-দিকে এখন তুমি কি দেখবার আশা কর?"

—"যে আশায় এতদূর এসেছি।"

—"মানে?"

—"কুমার, এইমাত্র দূরবীণে দেখলুম পূর্ব্বদিকে একটি পাহাড়ে-

ঘেরা দ্বীপকে—তার একদিকে রয়েছে পাশাপাশি পাঁচটি শিখর! আমি সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। খালি-চোখেও ওকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ভালো ক'রে দেখতে চাও তো এই নাও দূরবীণ।"

কুমার বিপুল আগ্রহে দূরবীণটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখে তুলে অবাক্ হয়ে দেখলে, বিমলের কথা সত্য!

ছোট্ট একটি দ্বীপ। তার পায়ে উছ্‌লে প'ড়ে নমস্কার ক'রে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের চঞ্চল ঢেউ এবং তার মাথার উপরে উড়ছে আকাশের পটে চলচ্চিত্রের মত সাগর-কপোতরা। পশ্চিম আকাশের রক্ত সূর্য্য যেন নিজের পুঁজি নিঃশেষ ক'রে সমস্ত কিরণ-মালা জড়িয়ে দিয়েছে ঐ দ্বীপবাসী শ্যামল শৈলশ্রেণীর শিখরে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ও যেন মায়াদ্বীপ, চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও যেন এখনি ডুব মারতে পারে অতল নীলসাগরে!

ততক্ষণে জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও জাহাজের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং রামহরিরও সঙ্গে এসেছে বাঘা। দ্বীপটিকে খালি-চোখেও দেখা যাচ্ছিল, সকলে কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কুমার বললে, "ওহে বিমল, দ্বীপটি তো দেখছি একরকম পাহাড়ে মোড়া বল্‌লেই হয়! পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে উপর-দিকে অনেকখানি। ও দ্বীপ যেন পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল তুলে সমস্ত বাইরের জগৎকে আলাদা ক'রে দিয়েছে, ওর ভিতরে যেন বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ! ও দ্বীপে ঢোকবার পথ কোন্ দিকে?"

বিমল পকেট থেকে অমৃত-দ্বীপের নক্সা বার ক'রে বল্‌লে, "এই দেখ। দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচ-পাহাড়ের সব-চেয়ে উঁচু

শিখরওয়ালা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখ। দ্বীপের ভিতর থেকে একটি নদী পাহাড় ভেদ ক'রে সমুদ্রের উপর এসে পড়েছে। আমাদের দ্বীপে ঢুকতে হবে ঐ নদীতেই নৌকো বেয়ে।"

সুন্দরবাবু বল্‌লেন, "আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখছি, আমায় যেন জাহাজ থেকে নামতে বলা না হয়!......কেমন রামহরি, তুমিও তো আমার দলেই ?"

রামহরি প্রথমটা চুপ ক'রে রইল। তার পর মাথা নাড়তে নাড়তে বল্‌লে, তা হয় না মশাই। খোকাবাবুরা যদি নামেন, আমাকেও নামতে হবে।"

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বল্‌লেন, "সে কি হে রামহরি, ও দ্বীপ যে পিশাচদের দ্বীপ! ওখানে যারা ম'রে যায় তারাও চ'লে বেড়ায়!"

রামহরি বল্‌লে, "খোকাবাবুদের জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি।"

সূর্য্য অস্ত গেল। জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে। ঘনিয়ে উঠল সন্ধ্যার অন্ধকার। জাহাজ শৈল-দ্বীপের পঞ্চশিখরের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

সমুদ্রের পাখীরা তখন নীরব। আকাশ-আসরেও লক্ষ লক্ষ তারা প্রতিপদের চন্দ্রের জন্যে রয়েছে মৌন অপেক্ষায়। দ্বীপের ভিতর থেকেও কোনরকম জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সমুদ্র কিন্তু সেখানেও বোবা নয়, তার কল্লোলকে শোনাচ্ছে স্তব্ধতার বীণায় অপূর্ব্ব এক গীতিধ্বনির মত।

তারপর ধীরে ধীরে উঠল চাঁদ, অন্ধকারের কালো নিকষে রূপোলী আলোর ঢেউ খেলিয়ে।

বিমল বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু, দ্বীপে ঢোকবার নদীর মুখেই আমাদের জাহাজ নঙ্গর করেছে। এখন যদি বোটে ক'রে আমরা একবার দ্বীপের ভিতরটা ঘুরে আসি ?"

মাণিক বল্‌লে, "কি সর্ব্বনাশ, এই রাত্রে ?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "লুকিয়ে খবরাখবর নেবার পক্ষে রাত্রিই তো ভালো সময়, মাণিক ! চাঁদের ধবধবে আলো রয়েছে, আমাদের কোনই অসুবিধা হবে না।"

বিমল বল্‌লে, "আজ আমরা দ্বীপের খানিকটা দেখেই ফিরে আসব। আমি, কুমার আর জয়ন্তবাবু ছাড়া আজ আর কারুর যাবার দরকার নেই। ফিরে আসবার পর কাল সকালে আমাদের আসল অভিযান সুরু হবে।"

মাণিক নারাজের মতন মুখের ভাব ক'রে বল্‌লে, "কিন্তু যদি আপনারা কোন বিপদে পড়েন ?"

—"বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই স'রে পড়ব। নয়তো একসঙ্গে তিনজনেই বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্কেত করব। উত্তরে আপনারাও বন্দুক ছুঁড়ে আমাদের জানিয়ে জাহাজের নাবিকদের নিয়ে সদলবলে দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করবেন।"

* * * *

চন্দ্রালোকের স্বপ্নজাল ভেদ ক'রে তাদের নৌকা ভেসে চল্‌ল দ্বীপের নদীতে নাচতে নাচতে। নৌকোর দাঁড় টানছে বিমল ও জয়ন্ত, হাল ধরেছে কুমার। চুপিচুপি কাজ সারবে ব'লে তারা নাবিকদেরও সাহায্য নেয় নি।

খানিকক্ষণ নদীর দুই তীরেই দেখা গেল, পাহাড়রা দাঁড়িয়ে আছে চিরস্তব্ধ প্রহরীর মত। ঘণ্টাখানেক পরে তারা পাহাড়ের এলাকা পার হয়ে গেল।

দুই তীরে তখন চোখে পড়ল মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে ছোট-বড় জঙ্গল ও অরণ্য। চাঁদের আলো দিকে দিকে নানা রূপের কত মাধুরীর ছবি এঁকে রেখেছে, কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল না তখন তাদের দৃষ্টি।

দ্বীপের কোথাও যে কোন মানুষের চোখ এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করছে, এমন প্রমাণও তারা পেলে না। এ দ্বীপ যেন একেবারে জনহীন—এ যেন সবুজ ক্ষেত্র, বৃহৎ বনস্পতি ও আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়দের নিজস্ব রাজত্ব!

জয়ন্ত বল্‌লে, "বিমলবাবু, এই যদি আপনার অমৃত-দ্বীপ হয়, তাহ'লে বল্‌তে হবে যে এখানকার অমররা হচ্ছে অশরীরী!"

বিমল হঠাৎ বল্‌লে, "কুমার, নৌকোর মুখ তীরের দিকে ফেরাও।"

জয়ন্ত বল্‌লে, "কেন?"

—"ডাঙায় নেমে দ্বীপের ভিতরটা ভালো ক'রে দেখতে চাই।"

—"কিন্তু নৌকো থেকে বেশী দূরে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

বিমল কি জবাব দিতে গিয়েই চম্‌কে থেমে পড়ল। আচম্বিতে অনেক দূর থেকে জেগে উঠল বহুকণ্ঠে এক আশ্চর্য্য সঙ্গীত! সে গানে পুরুষের গলাও আছে, মেয়ের গলাও আছে! গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বিচিত্র তার সুর—অপূর্ব্ব মিষ্টতায় মধুময়।

কুমার চমৎকৃত কণ্ঠে বল্‌লে, "ও কারা গান গাইছে? ও গান আসছে কোথা থেকে?"

বিমল নদীর বাম তীরের দিকে চেয়ে দেখলে। প্রথমটা খোলা জমি, তার পর অরণ্য।

সে বল্‌লে, "মনে হচ্ছে গান আসছে ঐ বনের ভিতর থেকে। নৌকো তীরের দিকে নিয়ে চল কুমার! কারা ও গান গাইছে সেটা না জেনে ফেরা হবে না।"

খানিক পরেই নৌকো তীরে গিয়ে লাগল। বিমল, কুমার ও জয়ন্ত নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল।

বিমল বল্‌লে, "খুব সাবধানে, চারিদিকে নজর রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল নরম ঘাসে ঢাকা এক মাঠের উপর দিয়ে। সেই অদ্ভুত সম্মিলিত সঙ্গীতের স্বর স্তরে স্তরে উপরে—আরো উপরে উঠছে এবং তার ধ্বনি জাগিয়ে দিচ্ছে বহুদূরের প্রতিধ্বনিকে! সে যেন এক অপার্থিব সঙ্গীত, ভেসে আসছে নিশীথ-রাতের রহস্যময় বুকের ভিতর থেকে!

যখন তারা বনের কাছে এসে পড়েছে, কুমার হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে চকিত স্বরে বল্‌লে, "বিমল, বিমল! পিছনে কারা আসছে দেখ!"

বিমল ও জয়ন্ত একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, নদীর দিক্ থেকে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে বহু—বহু মূর্ত্তি! সংখ্যায় তারা পাঁচ-ছয়শোর কম হবে না!

বিমল মহাবিস্ময়ে বল্‌লে, "নদীর ধারে তো জনপ্রাণী ছিল না! কোথেকে ওরা আবির্ভূত হ'ল?"

যেন আকাশ থেকে সদ্য-পতিত এই জনতার দিকে তারা তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট নেত্রে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে মূর্ত্তিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের মনে হ'ল মূর্ত্তিগুলো মানুষের মূর্ত্তি হ'লেও, প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি হচ্ছে অত্যন্ত অমানুষিক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

যে দল এগিয়ে আসছে তার ভিতরকার প্রত্যেক মুর্ত্তিটাই যেন মানুষের মতন দেখতে কলের পুতুলের মতন। কেবল চলছে তাদের পাগুলো, কিন্তু উপর-দেহের অংশ একেবারেই কাঠের মত আড়ষ্ট! তাদের হাত দুলছে না, মাথাগুলোও এদিকে-ওদিকে কোনদিকেই ফিরছে না! আশ্চর্য্য!

দূর থেকে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল, আর দেখা গেল খালি শত শত চোখে স্থির আগুনের মতন উজ্জ্বল দৃষ্টি!

কিন্তু অগ্নি-উজ্জ্বল এই-সব দৃষ্টি এবং এই-সব আড়ষ্ট দেহের চলন্ত পদের চেয়েও অস্বাভাবিক কেমন একটা অজানা-অজানা ভাব মূর্ত্তি-গুলোর চারিদিকে কি যেন এক ভুতুড়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে!

কুমার শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুক তুল্লে।

বিমল বল্লে, "বন্ধু, অকারণে নরহত্যা ক'রে লাভ নেই।"

কুমার বল্লে, "নরহত্যা নয় বিমল, আমি প্রেতহত্যা করব। রামহরি ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে পিশাচদের দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না।"

—"কুমার, পাগ্লামি কোরো না।"

—"পাগ্লামি? ওরা কারা? এই মাত্র দেখে এলুম নদীর ধারে জনপ্রাণী নেই, তবু ওরা কোত্থেকে আবির্ভূত হ'ল? ওরা

মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল, না আকাশ থেকে খ'সে পড়ল? ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, বন্দুক ছোঁড়ো বিমল, বন্দুক ছোঁড়ো।"

বিমল ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "কি হবে বন্দুক ছুঁড়ে? ওরা যদি এক সঙ্গে আক্রমণ করে তা হ'লে বন্দুক ছুঁড়েও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না, উল্টে বন্দুকের শব্দে সজাগ হয়ে দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা এদিকে ছুটে আসতে পারে।"

জয়ন্ত চমৎকৃত স্বরে বল্‌লে, "বিমলবাবু, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় পাঁচশো লোক মাটির উপরে একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, তবু কোনরকম পায়ের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না? এও কি সম্ভব? না, আমরা কি কালা হয়ে গেছি?"

কুমার বল্‌লে, "বিমল, বিমল! তবে কি বিনা বাধায় আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? না বন্ধু, এতে আমি রাজি নই।"

বিমল বল্‌লে, "না, আত্মসমর্পণ করব কেন? আমরা ছুটে ঐ বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকব।"

—"তবে ছোটো! ওরা যে এসে পড়ল!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "কিন্তু যারা গান গাইছে তারা ঐ বনের ভিতরেই আছে। শেষ-কালে যদি আমরা দু'দিক থেকে আক্রান্ত হই?"

বিমল চট্‌পট্‌ চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "মূর্ত্তিগুলো আসছে পশ্চিম দিক্‌ থেকে, আর গানের আওয়াজ আসছে পূর্ব্বদিক্‌ থেকে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণেও রয়েছে বন। চলুন, আমরা ঐ দিকেই দৌড় দি।"

পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য ক'রে তিনজনেই বেগে দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বন ও মাঠের সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়ে প'ড়ে তারা আর একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

সেই বিচিত্র মূর্ত্তির বৃহৎ দল দ্রুতবেগে তাদের অনুসরণ করে নি, তাদের গতি একটুও বাড়ে নি! তারা যেমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এখনো ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে আসছে—যেন তাদের কোনই তাড়া নেই! তফাতের মধ্যে খালি এই, এখন তারাও আসছে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে।

বিমল আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "ওরা যে আমাদের পিছনে পিছনে আসছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখি কুমার? ওরা তো একটুও তাড়াহুড়ো করছে না,—রাহু যেমন নিশ্চয়ই চাঁদকে গ্রাস করতে পারবে জেনে এগুতে থাকে ধীরে ধীরে, ওরাও অগ্রসর হচ্ছে সেই ভাবেই! যেন ওরা জানে, যত জোরেই পা চালাই ওদের কবল থেকে কিছুতেই আমরা পালাতে পারব না!"

কুমার বল্‌লে, "ওদের ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দল মূর্ত্তি ধারণ ক'রে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!"

জয়ন্ত বল্‌লে, "ওরা কারা তা জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।"

বিমল বল্‌লে, "এখন দেখছি সঙ্গীদের জাহাজে রেখে এসে ভালো কাজ করি নি। এই রহস্যময় দ্বীপে অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু চলুন, আমরা বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি।"

আর এক দৌড়ে তারা মাঠ ছেড়ে বনের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

বন সেখানে খুব ঘন নয়, গাছগুলোর তলায় তলায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে খানিক কালো আর খানিক আলোর খেলা। ঝোপঝাপের মাঝখান দিয়েও ফুটে উঠেছে আলো-কালো মাখা পথের রেখা।

এবং দূর থেকে তখনো ভেসে আসছিল সেই বিচিত্র সঙ্গীতের তান।

কুমার বল্‌লে, "এখন আমরা কোন্ দিকে যাব ?"

বিমল বল্‌লে, "পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে আরো খানিক এগিয়ে তার পর আবার আমরা নদীর দিকে ফেরবার চেষ্টা করব।"

বিমলের মুখের কথা শেষ হ'তেই সারা অরণ্য যেন চম্‌কে উঠল কি এক পৈশাচিক হো-হো অট্টহাস্যে! তাদের আশ-পাশ, সুমুখ পিছন থেকে ছুটল হাসির হর্‌রার পর হাসির হর্‌রা! সে বিকট হাসির স্রোত বইছে যেন পায়ের তলা দিয়ে, সে হাসি যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে শূন্যতল থেকে, সে হাসির ধাক্কায় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল বনব্যাপী আলোর লেখা, কালোর রেখা!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত বিভ্রান্তের মত চতুর্দ্দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাতে লাগল, কিন্তু কোনদিকেই দেখা গেল না জনপ্রাণীকে।

জয়ন্ত বল্‌লে, "কারা হাসে ? কোথা থেকে হাসে ? কেন হাসে ?"

কুমার ও বিমল কখনো পাগলের মত এ-গাছের ও-গাছের দিকে ছুটে যায়—কখনো ডাইনের কখনো বাঁয়ের ঝোপঝাপের উপরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বারবার আঘাত করে, কিন্তু কোথাও কেউ নেই, —অথচ অট্ট-অট্ট হাসির তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে প্রতি ঝোপের

ভিতর থেকে, প্রতি গাছের আড়াল থেকে! এ অদ্ভুত হাসির জন্ম যেন সর্ব্বত্রই।

যেমন আচম্বিতে জেগেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেল হাসির হুল্লোড়! কেবল শোনা যেতে লাগল সুদূরের সঙ্গীতলহরী।

বিমল কাণ পেতে শুনে বল্‌লে, "জয়ন্তবাবু, এবারে কেবল গান নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?"

জয়ন্ত বল্‌লে, "হু। বনময় ছড়ানো শুক্‌নো পাতার উপরে পড়ছে যেন তালে তালে শত শত পা! বোধ হয় মাঠের বন্ধুরা বনে ঢুকেছে, কিন্তু এবারে তারা আর নিঃশব্দে আসছে না।"

বিমল বল্‌লে, "ছোটো কুমার, যত জোরে পারো ছোটো।"

আবার জাগ্রত হ'ল বহুকণ্ঠে সেই ভীষণ অট্টহাস্য!

কুমার বল্‌লে, "কিন্তু কোন্ দিকে ছুটব বিমল? দূরে শত্রুদের পদশব্দ, আশেপাশে শত্রুদের পাগ্‌লা হাসির ধূম! চারিদিকে অদৃশ্য শত্রু, কোন্ দিকে যাব ভাই?"

—"সামনের দিকে—সামনের দিকে। শত্রুরা দৃশ্যমান হ'লেই বন্দুক ছুঁড়বে।"

তিন জনে আবার উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে লাগল যেন সেই বেয়াড়া হাসির আওয়াজ। এইটুকুই কেবল বোঝা গেল যে, তাদের এপাশে ওপাশে পিছনে জাগ্রত অট্ট-হাসি থাকলেও সামনের দিকে হাসি এখন একেবারেই নীরব। যেন সেই অপার্থিব হাসি তাদের সুমুখের পথ রোধ করতে চায় না! যেন কারা তাদের ঐদিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়!

প্রায় বারো-তেরো মিনিট ধ'রে তারা ছুটে চল্‌ল এই ভাবেই এবং এর মধ্যে সেই হাসির স্রোত বন্ধ হ'ল না একবারও।

তার পরেই থেমে গেল হাসি, শেষ হয়ে গেল বনের পথ এবং সামনেই দেখা গেল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব-উঁচু একটা প্রাচীর।

কুমার হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লে, "সামনের পথ বন্ধ! এখন আমরা কি করব?"

বিমল ও জয়ন্ত উপায়হীনের মত এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

হঠাৎ বনের ভিতরে জাগল আবার শত শত পায়ের আঘাতে শুকনো পাতার আর্ত্তনাদ।

জয়ন্ত বল্‌লে, "এবারে পায়ের শব্দ আসছে আমাদের দু-পাশ আর পিছন থেকে। আমাদের সুমুখে রয়েছে খাড়া দেওয়াল। আর আমাদের পালাবার উপায় নেই।"

বিমল ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "আমরা পালাচ্ছি না—রিট্রিট্ করছি।"

জয়ন্তও হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লে, "বেশ, মানলুম এ-সব হচ্ছে আমাদের ট্যাক্‌টিক্যাল্ মুভ্‌মেন্ট্‌স্; কিন্তু এবারে আমরা কোন্ দিকে যাত্রা করব?"

বিমল বল্‌লে, "সামনের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখুন, আমাদের সুমুখের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা ছোট দরজা! ওর পাল্লাও বন্ধ নেই।"

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে ভালো ক'রে দেখে বুঝলে, বিমলের কথা সত্য! তার পর বল্‌লে, "দেখছি, অন্ধকারে আপনার চোখ আমাদের

চেয়ে ভালো চলে! কিন্তু ওর ভেতরে ঢুকলে কি আর আমরা বেরিয়ে আসতে পারব? বেশ বোঝা যাচ্ছে, ছুই পাশের আর পিছনের অদৃশ্য শত্রুরা অট্টহাস্য আর পায়ের শব্দ ক'রে আমাদের এই দিকেই তাড়িয়ে আনতে চায়। শিকারীরা বাঘ-সিংহকে যেমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা ক'রে ফাঁদে ফেলে, শত্রুরাও সেই কৌশল অবলম্বন করেছে।"

বিমল বল্‌লে, "ঠিক। তাদের উদ্দেশ্য আমিও বুঝতে পেরেছি। আর আমাদের ঢোকবার সুবিধা হবে ব'লে দয়া ক'রে তারা দরজার পাল্লা-ছুখানাও খুলে রেখেছে! অতএব তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের এখন দরজার ফাঁকেই মাথা গলাতে হবে, কারণ পায়ের শব্দ আর দূরে নেই!"

কুমার বল্‌লে, "দরজার ওপাশে যদি নতুন বিপদ্ থাকে?"

—"অকুতোভয়ে সেই বিপদ্‌কে আমরা বরণ করব"—ব'লেই বিমল বন্দুক উদ্যত ক'রে সর্ব্বাগ্রে দরজার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পিছনে পিছনে গেল কুমার ও জয়ন্ত!

ভিতরে ঢুকে তারা অবাক হয়ে দেখলে, একটা বৃক্ষহীন, তৃণহীন ছোটখাটো ময়দানের মতন জায়গা এবং তার চারিদিকেই প্রায় চার-তালার সমান উঁচু প্রাচীর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন সর্ব্বহারা মরুভূমির খাঁ-খাঁ-করা ভয়াল স্তব্ধতাকে সেখানে কেউ প্রাচীর তুলে কয়েদ ক'রে রেখেছে!

জয়ন্ত বল্‌লে, "এর মানে কি? একটা মাঠকে এমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন?"

বিমল অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "অনেকদিন আগে আমরা গিয়েছিলুম চম্পাদ্বীপে। কুমার, আজকের এই গর্জ্জন শুনে কি সেখানকার কোন কোন জীবের কথা মনে পড়ে না?"

কুমার বল্‌লে, "এরা কি এখানে আমাদের বন্দী ক'রে রাখতে চায়?"

যেন তার জিজ্ঞাসার উত্তরেই তাদের পিছনকার দরজার পাল্লা দু'খানা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিমল দৌড়ে গিয়ে দরজা ধ'রে টানাটানি ক'রে বল্‌লে, "হ্যাঁ কুমার, অমৃত-দ্বীপে এসে আমাদের ভাগ্যে উঠবে বোধ হয় নিছক গরলই। এ দরজা এমন মজবুৎ যে মত্ত হস্তীও এর কিছুই করতে পারবে না! এতক্ষণ লক্ষ্য ক'রে দেখি নি, কিন্তু এ হচ্ছে পুরু লোহার দরজা; আর এই পাঁচিল হচ্ছে পাথরের। এই দরজা আর পাঁচিল ভাঙতে হ'লে কামানের দরকার!"

অকস্মাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল ভয়াবহ গর্জ্জনের পর গর্জ্জনে! সে যে কি বিকট, কি বীভৎস, কি ভৈরব হুঙ্কার, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃথিবীর মাটি, আকাশের চাঁদ-তারা, নিশীথ-রাতের বুক সে হুঙ্কার শুনে যেন কেঁপে কেঁপে কেঁপে উঠল! যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বহু দিনের উপবাসী কোন অতিকায় দানব হিংস্র, বিষাক্ত চীৎকারের পর চীৎকার ক'রে হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল

সর্ব্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত ; কম্পিতস্বরে সে বল্‌লে, "এ কোন্ জীবের গর্জ্জন বিমলবাবু ? চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিংহও যে একসঙ্গে এত জোরে গর্জ্জন করতে পারে না ! এ-রকম ভয়ানক গর্জ্জন করবার শক্তি কি পৃথিবীর কোন জীবের আছে ?"

কুমার বল্‌লে, "মনে মনে আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম।"

বিমল বল্‌লে, "কিন্তু আন্দাজ করতে পারছ কি এ-জীবটা কোত্থেকে গর্জ্জন করছে ? মনে হচ্ছে যেন সে আছে আমাদের খুব কাছেই। অথচ এই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার মধ্যে চাঁদের আলোয় কোন জীবের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না !"

জয়ন্ত বল্‌লে, "কিন্তু পূর্ব্বদিকে খানিক দূরে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে চাঁদের আলোয় জলের মতন কি চক্‌চক্ করছে না ?"

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, "হ্যাঁ জয়ন্ত বাবু, ওখানে একটা জলাশয়ের মতন কিছু আছে ব'লেই মনে হচ্ছে !"

কুমার বললে, "একটু এগিয়ে দেখব নাকি ?"

বিমল খপ্ ক'রে কুমারের হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "খবর্দ্দার কুমার, ওদিকে যাবার নামও কোরো না।"

—"কেন বিমল, ওদিকে তো কেউ নেই ?"

—"হ্যাঁ, চোখে কারুকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আগে এখানকার ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে দেখ। প্রথমে ধর, রীতিমত মাঠের মতন এমন একটা জায়গা অকারণে কেউ এত-উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখে না। এখানটা ঘিরে রাখবার কারণ কি ? দ্বিতীয়ত, পাঁচিলের ঐ দরজা পুরু লোহা দিয়ে তৈরি কেন ? এই ফর্দ্দা

জায়গায় এমন কি বিভীষিকা আছে যাকে এখানে ধ'রে রাখবার জন্যে অমন মজবুৎ দরজার দর্‌কার হয়? তৃতীয়ত, পাঁচিল-ঘেরা এতখানি জায়গার ভিতরে দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই—না গাছপালা, না ঘর-বাড়ী, না জীবনের চিহ্ন! আছে কেবল একটা জলাশয়! কেন ওখানে জলাশয় খোঁড়া হয়েছে, ওর ভিতরে কি আছে? আমাদের খুব কাছে এখনি যে দানব-জানোয়ারটা বিষম গর্জ্জন করলে, কে বলতে পারে সে ঐ জলাশয়ে বাস করে কিনা? হয়তো সে উভচর—জলে-স্থলে তার অবাধ গতি! ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয় কুমার, ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

জয়ন্ত শিউরে উঠে বল্‌লে, "তবে কি ঐ দানবের খোরাক হবার জন্যেই আমাদের তাড়িয়ে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

কুমার বল্‌লে, "ঐ বিভীষিকা যদি স্থলচর হয়, তা হ'লে আমরা তো এখানে থেকেও বাঁচতে পারব না! সে তো আমাদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে! তখন কি হবে?"

—"তখন ভরসা আমাদের এই তিনটে 'অটোমেটিক' বন্দুক! কিন্তু এই বন্দুক তিনটে যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না! চম্পাদ্বীপে আমরা এমন সব জীবও স্বচক্ষে দেখেছি যাদের কাছে বন্দুকও হচ্ছে তুচ্ছ অস্ত্র।"

জয়ন্ত কিছু না ব'লে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "দেখছি পাঁচিলের গা তেলা নয়, রীতিমত এবড়ো-খেবড়ো। ভালো লক্ষণ।"

বিমল বল্‌লে, "পাঁচিলের গা অসমতল হ'লে আমাদের কি সুবিধা হবে জয়ন্তবাবু ?"

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বল্‌লে, "বিমলবাবু, যদি একগাছা হাত-চল্লিশ-পঞ্চাশ লম্বা দড়ী পেতুম, তা হ'লে আমাদের আর কোনই ভাবনা ছিল না।"

বিমল বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "দড়ী ? দড়ী নিয়ে কি করবেন ? দড়ী তো আমার কাছেই আছে। জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার হচ্ছি পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, পথে পা বাড়ালেই সব-কিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। আমাদের দু'জনের পাশে ঝুলছে এই যে দুটো ব্যাগ, এর মধ্যে আছে দস্তুরমত সংসারের এক-একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার ব্যাগে আছে ষাট হাত ম্যানিলা দড়ী। জানেন তো, দেখতে সরু হলেও ম্যানিলা দড়ী দিয়ে সিংহকেও বেঁধে রাখা যায় ?"

জয়ন্ত বল্‌লে, উত্তম। আর চাই একটা হাতুড়ি আর একগাছা হুক।"

—"ও দু'টি জিনিষ আছে কুমারের ব্যাগে।"

—"চমৎকার! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন। আমি চাই চার পাঁচিলের একটা কোণ বেছে নিতে, যেখানে গেলে হাত বাড়িয়ে পাব দু-দিকের দেওয়াল।"

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগুলো। কিছুই বুঝতে না পেরে বিমল ও কুমারও চল্‌ল তার পিছনে পিছনে।

প্রাচীরের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বল্‌লে, "এইবারে দড়ী আর হুক্ আর হাতুড়ি নিয়ে আমি উঠব পাঁচিলের ওপরে। তার

পর টঙে গিয়ে দু-খানা পাথরের জোড়ের মুখে হুক্ বসিয়ে তার সঙ্গে দড়ী বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেব। তার পর আপনারা দু'জনেও একে একে দড়ী ধ'রে ওপরে গিয়ে উঠবেন। তার পর সেই দড়ী বে'য়েই পাঁচিলের ওপারে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হ'তে বেশীক্ষণ লাগবে না।"

বিমল খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বল্লে, "বাঃ, সবই তো জলের মতন বেশ বোঝা গেল! কিন্তু জয়ন্তবাবু, প্রথমেই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? অর্থাৎ পাঁচিলের টঙে গিয়ে চড়বে কে? আপনি, না আমি, না কুমার? দুঃখের বিষয় আমরা কেউই টিক্‌টিকির মূর্ত্তি ধারণ করতে পারি না!"

জয়ন্ত বল্লে, "বিমলবাবু, আমি ঠাট্টা বা আকাশ-কুসুম চয়ন করছি না। কিছুকাল আগে "নিউইয়র্ক টাইম্‌সে" আমি কারাগার থেকে পলায়নের এক আশ্চর্য্য খবর প'ড়েছিলুম। কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য-কাহিনী। আমেরিকার এক নামজাদা খুনে ডাকাতকে সেখানকার সব-চেয়ে সুরক্ষিত জেলখানায় বন্দী ক'রে রাখা হয়। সে জেল ভেঙে কোন বন্দী কখনো পালাতে পারে নি, তার চারিদিকে ছিল অত্যন্ত উঁচু পাঁচিল। কিন্তু ঐ ডাকাতটা এক অদ্ভুত উপায়ে সেই পাঁচিলও পার হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপায়টা যে কি, মুখে বল্লে আপনারা তা অসম্ভব ব'লে মনে করবেন—আর খবরটা প্রথমে প'ড়ে আমিও অসম্ভব ব'লেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন ধ'রে অভ্যাস করবার পর আমিও দেখলুম, উপায়টা দুঃসাধ্য হ'লেও অসাধ্য নয়। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ উপায়টা চিরদিনই অসম্ভব হয়ে থাকবে

বটে, কারণ এ উপায় যে অবলম্বন করবে তার পক্ষে দরকার কেবল হাত-পায়ের কৌশল নয়—আসাধারণ দেহের শক্তিও।"

বিমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে বললে, "জয়ন্তবাবু, শীগ্‌গির বলুন, সে উপায়টা কি?"

জয়ন্ত বললে, "উপায়টা এমন ধারণাতীত যে মুখে বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। তার চেয়ে এই দেখুন, আপনাদের চোখের সুমুখে আমি নিজেই সেই উপায়টা অবলম্বন করছি"—ব'লেই সে দুই দিকের প্রাচীর যেখানে মিলেছে সেই কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

তার পর বিমল ও কুমার যে অবাক-করা ব্যাপারটা দেখলে কোন-দিনই সেটা তারা সম্ভবপর ব'লে মনে করে নি! জয়ন্ত কোণে গিয়ে দুই দিকের প্রাচীরে দুই হাত ও দুই পা রেখে কেবল হাত ও পায়ের উপরে প্রবল চাপ দিয়ে উপর-দিকে উঠে যেতে লাগল, প্রায় অনায়াসেই! বিপুল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে তারা বিস্ফারিত চোখে উপর-পানে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্ত যখন প্রাচীরের উপর পর্য্যন্ত পৌঁছলো, বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারিফ ক'রে বললে, "সাধু জয়ন্তবাবু, সাধু! আপনি আজ সত্য ক'রে তুললেন ধারণাতীত স্বপ্নকে!"

ঠিক সেই সময়েই জাগল আবার চারিদিক্ কাঁপিয়ে ও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ক'রে কোন্ অজ্ঞাত দানবের বিভীষণ হুহুঙ্কার। সে যেন সমস্ত জীবজগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ—সে যেন বিরাট বিশ্বের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধিত যুদ্ধ ঘোষণা!

জয়ন্ত তখন প্রাচীরের উপরে উঠে ব'সে হাঁপ নিচ্ছে, কিন্তু এমন

ভয়ানক সেই চীৎকার যে, চমকে উঠে সে আর একটু হ'লেই ট'লে নীচে প'ড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি দুই হাতে প্রাচীর চেপে ধ'রে সরোবরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখলে।………হ্যাঁ, বিমলের অনুমানই ঠিক। একটু আগে যারা আজগুবি হাসি হাসছিল তারা দেখা দেয় নি বটে, কিন্তু এখন যে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছাড়ছে সে আর অদৃশ্য হয়ে নেই!

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। এবং পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীরের কালো ছায়া এসে প'ড়ে সরোবরের আধাআধি অংশ ক'রে তুলেছে অন্ধকারময়। এবং সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে অন্ধকারেরই একটা জীবন্ত অংশের মত কী যে সে কিম্ভুতকিমাকার বিপুল মূর্ত্তির খানিকটা আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, দূর হ'তে স্পষ্ট ক'রে তা বোঝা গেল না। কিন্তু তার প্রকাণ্ড দেহটা সরোবরের জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল অংশের উপরে ক্রমেই আরো প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে লাগল! ……… তবে কি সে তাদের দেখতে পেয়েছে? সে কি এগিয়ে আসছে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠবার জন্যে?

জয়ন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে প্রাচীরের পাথরের ফাঁকে হুক্ বসিয়ে ঠকাঠক্ হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল।

নীচে থেকে বিমল অধীর স্বরে চীৎকার ক'রে বল্লে, "ও আমাদের দেখতে পেয়েছে—ও আমাদের দেখতে পেয়েছে! জয়ন্তবাবু, দড়ী—দড়ী।"

কুমার ফিরে সচকিত চোখে দেখলে, প্রায় আশী ফুট লম্বা ও পঁইত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু একটা বিরাট কালি-কালো দেহ মূর্ত্তিমান্

দুঃস্বপ্নের মত সরোবরের তীরে উঠে ব'সে সশব্দে প্রচণ্ড গা-ঝাড়া দিচ্ছে!

উপর থেকে ঝপাং ক'রে একগাছা দড়ী নীচে এসে পড়ল।

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, "লাউং-জুর ভক্তরা কি একেই ড্রাগন ব'লে ডাকে?"

বিমল দড়ী চেপে ধ'রে বললে, "চুলোয় যাক্ লাউং-জুর ভক্তরা! এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গেই দড়ী ধ'রে ওপরে উঠে এস।"

তারা একে একে প্রাচীরের ওপারে মাটির উপরে গিয়ে নেমে আড়ষ্ট ভাবে শুনলে, ওধার থেকে ঘন ঘন জাগছে মহাক্রুদ্ধ দানবের হতাশ হুহুঙ্কার! সে নিশ্চয়ই চারিদিকে মুখের গ্রাস খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেননা তার বিপুল দেহের বিষম দাপাদাপির চোটে প্রাচীরের এ-পাশের মাটিও কেঁপে উঠছে থরথর ক'রে।

কুমার শ্রান্তের মতন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, "উঃ, দানবটা আর এক মিনিট আগে আমাদের দেখতে পেলে আর আমরা বাঁচতুম না!"

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে "এখনো আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই কুমার! ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে চেয়ে দেখ!"

সর্ব্বনাশ! আবার সেই অপার্থিব দৃশ্য! তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরের মতন একটা স্থানে এবং সেই প্রান্তরের যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই চোখে পড়ে, কলে-চলা পুতুলের মতন দলে দলে মানুষ-মূর্ত্তি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, এগিয়ে আসছে! নীরব, নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সব মূর্ত্তি!

পিছনে প্রাচীর এবং সামনে ও দুই পাশে রয়েছে এই অমানুষিক মানুষের দল। এবারে আর পালাবার কোন পথই খোলা নেই।

জয়ন্ত অবসন্নের মত ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "আর কোন চেষ্টা করা বৃথা।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বীপের নিরুদ্দেশ যাত্রা

সেই ভয়ানক অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহ এমন ভাবে তিন দিক আগ্‌লে এগিয়ে আসছে যে, মুক্তি লাভের কোন পথই আর খোলা রইল না।

ব্যূহ যারা গঠন করেছে তাদের দিকে তাকালেও বুক করতে থাকে ছ্যাং-ছ্যাং! তারা মানুষ, না অমানুষ? তারা যখন মাটির উপরে পদ সঞ্চালন ক'রে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাদের জ্যান্তো মানুষ ব'লেই না মেনে উপায় নেই, কিন্তু দেখলে মনে হয়, যেন দলে দলে কবরের মড়া হঠাৎ কোন মোহিনী-মন্ত্রে পদচালনা করবার শক্তি অর্জ্জন করেছে! এবং এবারেও সবাই লক্ষ্য করলে যে, কেবল দুই পা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক যেন মৃত্যু-আড়ষ্ট হয়ে আছে!

অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহের দুই প্রান্ত বিমলদের পিছনকার প্রাচীরের দুই দিকে সংলগ্ন হ'ল, মাঝে থাক্‌ল একটুখানি মাত্র ফাঁক, যেখানে অবাক ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা তিনজনে।

এদের উদ্দেশ্য কি? এরা তাদের বন্দী করতে, না বধ করতে চায়? ওদের মুখ দেখে কিছু বোঝা অসম্ভব, কারণ মড়ার মুখের মতন কোন মুখই কোন ভাব প্রকাশ করছে না—কেবল তাদের

অপলক চোখে চোখে জ্বলছে যেন নিষ্কম্প অগ্নিশিখা, যা দেখলে হয় হৃৎকম্প !

কুমার মরিয়ার মতন চীৎকার ক'রে বললে, "কপালে যা আছে বুঝতেই পারছি, আমি কিন্তু পোকার মতন ওদের পায়ের তলায় প'ড়ে প্রাণ দিতে রাজি নই—যতক্ষণ শক্তি আছে বিমল, বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো !"

সঙ্গে সঙ্গে শত শত কণ্ঠে আবার জাগল অট্টহাস্যের পর অট্টহাস্যের উচ্ছ্বাস !

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের ওপার থেকেও ভীষণ হুঙ্কার ক'রে সাড়া দিতে লাগল সেই শিকার-বঞ্চিত হতাশ দানব-জন্তুটা !

সেই সমান-ভয়াবহ হাস্য ও গর্জ্জনের প্রচণ্ডতায় চতুর্দ্দিক হয়ে উঠল যেন বিষাক্ত !

ও-দানবটা যেন চ্যাঁচাচ্ছে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে, কিন্তু এই মূর্ত্তিমান প্রেতগুলো এত হাসে কেন ?

বিমল বললে, "জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে যে মূর্ত্তিটা ভেসে আসছিল, তাকেও দেখতে ঠিক এদেরই মত। সেও হয়তো এই দলেই আছে।"

কুমার তখন তার বন্দুক তুলে ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে বন্দুক নামিয়ে বললে, "বিমল, বিমল, একটা কথা মনে হচ্ছে !"

—"কি কথা ?"

—"লাউৎ-জুর মূর্ত্তিটা আবার সঙ্গেই আছে। জানো তো, 'তাও'

সাধুরা বলে সে মূর্ত্তি মন্ত্রপূত আর তাকে সঙ্গে না আনলে এ দ্বীপে আসা যায় না ?"

বিমল কতকটা আশ্বস্ত স্বরে বললে, "ঠিক বলেছ কুমার, এতক্ষণ ও কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম ! ঐ মূর্ত্তির লোভেই কলকাতায় মানুষের পর মানুষ খুন হয়েছে ! তার এত মহিমা কিসের, এইবারে হয়তো বুঝতে পারা যাবে ! বার কর তো একবার মূর্ত্তিটাকে, দেখি সেটা দেখে এই ভূতগুলো কি করে ?"

কুমার তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর থেকে জেড্‌-পাথরে গড়া, রামছাগলে চড়া সাধক লাউং-জুর সেই অর্দ্ধতপ্ত অর্দ্ধ-শীতল মূর্ত্তিটা বার ক'রে ফেললে এবং ডানহাতে ক'রে এমন ভাবে তাকে মাথার উপরে তুলে ধরলে যে, সকলেই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে ।

ফল হ'ল কল্পনাতীত !

মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল অট্টহাস্য এবং আচম্বিতে যেন কোন অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা খেয়ে সেই শত শত আড়ষ্টমূর্ত্তি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে যেতে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল !

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার—তিনজনেই অত্যন্ত বিস্মিতের মত একবার এ-ওর মুখের দিকে এবং একবার সেই পশ্চাৎপদ বীভৎস মূর্ত্তিগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল বারংবার !

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে জয়ন্ত বল্‌লে, "এতটুকু মূর্ত্তির এত বড় গুণ, এ-কথা যে বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না !"

বিমল বললে, এতক্ষণে বোঝা গেল, এই দ্বীপে ঐ পবিত্র মূর্ত্তিই

হবে আমাদের রক্ষাকবচের মত। ওকে সঙ্গে ক'রে এখন আমরা যেখানে খুসি যেতে পারি।"

জয়ন্ত বললে, "না বিমলবাবু, না! এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপ আমাদের মতন মানুষের জন্যে তৈরি হয় নি! এখানে পদে পদে যত সব অস্বাভাবিক বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, এর পর হয়তো লাউং-জুর মূর্ত্তিও আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না! আমি চাই নদীর ধারে যেতে, যেখানে বাঁধা আছে আমাদের নৌকো!"

কুমার বললে, "আপাতত আমিও জয়ন্তবাবুর কথায় সায় দি। আবার যদি এখানে আসি, দলে ভারি হয়েই আসব। কিন্তু নদী কোন্ দিকে?"

বিমল বললে, "নিশ্চয়ই পশ্চিম দিকে! ঐ দেখ, চাঁদের আলো নিবে আসছে, পূর্ব্বের আকাশ ফর্সা হচ্ছে!"

যেন সমুজ্জ্বল স্বপ্নের মত স্নিগ্ধতার মধ্যে দেখা গেল, প্রান্তরের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তালজাতীয় তরুকুঞ্জ ও ছোট ছোট বন। এতক্ষণ যারা এসে এখানে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল সেই অপার্থিব মূর্ত্তিগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে চোখের আড়ালে, কোথায়!

বিমল সব-দিকে চোখ বুলিয়ে বললে, "আর বোধ হয় ওরা আমাদের ভয় দেখাতে আসবে না। চল কুমার, আমরা ঐ বনের দিকে যাই। খুব সম্ভব, ঐ বনের পরেই পাব নদী।"

তারা বন লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'ল এবং চলতে চলতে বার বার শুনতে লাগল, সেই অজানা অতিকায় জানোয়ারটা তখনো আকাশ কাঁপিয়ে দারুণ ক্রোধে চীৎকার করছে ক্রমাগত!

অমৃত-দ্বীপ কলে চলা পুতুলের মতন দলে দলে মানুষ-মূর্ত্তি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

৩নং ছবি।

প্রায় সিকি মাইল পথ চলবার পর বনের কাছে এসে তারা শুনতে পেলে, গাছে গাছে জেগে উঠে ভোরের পাখীরা গাইছে নূতন উষার প্রথম জয়গীতি। আঁধার তখন নিঃশেষে পালিয়ে গেছে কোথায় কোন্ দুঃস্বপ্নলোকের অন্তঃপুরে।

দানবের চীৎকারও থেমে গেল। হয়তো সেও ফিরে গেল হতাশ হয়ে তার পাতালপুরে। হয়তো রাত্রির জীব সে, সূর্য্যালোক তার চোখের বালি।

বাতাসও এতক্ষণ ছিল যেন শ্বাসরোধ ক'রে, এখন ফিরে এল নিয়ে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ, বনে বনে সবুজ গাছের পাতায় পাতায় জাগল নির্ভীক আনন্দের বিচিত্র শিহরণ!

জয়ন্ত বললে, "এই তো আমার চির-পরিচিত প্রিয় পৃথিবী! জানি এর আলো-ছায়ার মিলন-লীলাকে, এর শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মাধুর্য্যকে, এর ফুল-ফোটানো শ্যামলতাকে, আমি বাঁচতে চাই এদেরই মাঝখানে! কালকের মত যুক্তিহীন আজগুবি রাত আর আমার জীবনে কখনো যেন না আসে! এ রাতের কাহিনী কারুর কাছে মুখ ফুটে বললেও সে আমাকে পাগল ব'লে মনে করবে!"

ঠিক সেই সময়ে কী এক অভাবনীয় ভাবে সকলের মন অভিভূত হয়ে গেল!

প্রথমটা সবিস্ময়ে কারণ বোঝবার চেষ্টা ক'রেও কেউ কিছুই বুঝতে পারলে না।

তার পরেই কুমার বললে, "একি বিমল, একি! ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?"

চারিদিকে একবার চেয়ে বিমল বললে, "এ তো ঠিক ভূমিকম্পের মতন মনে হচ্ছে না কুমার! মনে হচ্ছে, আমরা আছি টল্‌মলে জলে নৌকার ওপরে! একি আশ্চর্য্য!"

জয়ন্ত বললে, "দেখুন দেখুন, ঐ দিকে তাকিয়ে দেখুন! যে-মাঠ দিয়ে আমরা এসেছি, সেখানে হঠাৎ এক নদীর সৃষ্টি হয়েছে! অ্যাঃ এও কি সম্ভব?"

বিপরীত দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, "ওদিকেও যে ঐ ব্যাপার! আমরা যে জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছি তার দুই দিকেই নদীর আবির্ভাব হয়েছে!"

দুই হাতে চোখ কচ্‌লে চমৎকৃত কণ্ঠে বিমল বললে, "এ তো দৃষ্টি-বিভ্রম নয়! কুমার, আমাদের সামনের দিকেও খানিক তফাতে চেয়ে দেখ। ওখানেও জল! পিছনদিকে বন ভেদ ক'রে চোখ চলছে না, খুব-সম্ভব ওদিকেও আছে জল! কারণ এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি এখন দ্বীপের মতন একটা জমির উপরে, আর এই দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে ঠিক নৌকোর মতই! না, এইবারে আমি হার মানলুম! দ্বীপ হ'ল নৌকো! না এটাকে বলব ভাসন্ত দ্বীপ?"

সত্য! জলের ওপারে প্রান্তরের বনজঙ্গল দেখতে দেখতে পিছনে সরে যাচ্ছে—যেমন সরে যেতে দেখা যায় রেলগাড়ীর ভিতরে বা নৌকো-জাহাজের উপরে গিয়ে বসলে! গঙা সাঁতার কাটছে জলে!

বিমল অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "জয়ন্ত বাবু, আপনি হ্যামার্টনের 'ইউনিভার্সেল্ হিষ্ট্রি অফ্ দি ওয়ালর্ল্ড' পড়েছেন?"

—"রেখে দিন মশাই, হিষ্ট্রি-ফিষ্ট্রি! আমার মাথা এমন বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছে! নিজেকে আর জয়ন্ত ব'লেই মনে হচ্ছে না।"

—"শুনুন। ঐ হিষ্ট্রির ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৫২২ পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখবেন। চার-পাঁচ শো বছর আগে চীনদেশে সিং-রাজবংশের সময়ে একজন চীনা পটুয়া অমৃত-দ্বীপের যে চিত্র এঁকেছিলেন, ওখানি হচ্ছে তারই প্রতিলিপি। তাতে দেখা যায়, জন-কয় তাও ধর্ম্মাবলম্বী লোক একটি ভাসন্ত দ্বীপে ব'সে পান-ভোজন আমোদ-আহ্লাদ করছে, আর একটি মেয়ে হাল ধ'রে দ্বীপটিকে করছে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা!"

—"আরে মশাই, কবি আর চিত্রকররা উদ্ভট কল্পনায় যা দেখে, তাই কি আমাদেরও বিশ্বাস করতে হবে?"

—"জয়ন্ত বাবু, সময়-বিশেষে কল্পনাও যে হয় সত্যের মত, আর সত্যও হয় কল্পনার মত, আজ স্বচক্ষেও তা দেখে আপনি তাকে স্বীকার করবেন না?"

—"পাগলের কাছে সবই সত্য হ'তে পারে। আমাদের সকলেরই মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।"

—"না জয়ন্তবাবু, শিশুরও কাছে সবই সত্য হ'তে পারে। এই লক্ষ-কোটি বৎসরের অতি-বৃদ্ধ পৃথিবীর কোলে ক্ষুদ্র মানুষ হচ্ছে শিশুর চেয়েও শিশু। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও যে অসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থাকতে পারে, ভালো ক'রে তা জানতে পারবার আগেই ক্ষণজীবী মানুষের মৃত্যু হয়। আজ লোহা জলে ভাসে, ধাতু আকাশে ওড়ে, বন্দী বিদ্যুৎ গোলামী করে,

শূন্য দিয়ে সাত সাগর পেরিয়ে বেতারে মানুষের চেহারা আর কণ্ঠস্বর ছোটাছুটি করে, ছবি জ্যান্তো হয়ে কথা কয়, রসায়নাগারে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, কিছুকাল আগেও এ-সব ছিল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, আজগুবি কল্পনার মত। তবু আমরা কতটুকুই বা দেখতে কি জানতে পেরেছি? পৃথিবীতে যা-কিছু আমরা দেখিনি-শুনিনি তাহাই অসম্ভব না হ'তেও পারে!"

—"আপনার বক্তৃতাটি যে খুবই শিক্ষাপ্রদ, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপাতত বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমার নেই। এখন আমরা কি করব সেইটেই ভাবা উচিত, এ দ্বীপ আমাদের নিয়ে জলপথে হয়তো নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে চায়, এখন আমাদের কি করা উচিত?"

কুমার বললে, "আমাদের উচিত, জলে ঝাঁপ দেওয়া।"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তরল জল আবার কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তাহলেও আমি আর অবাক হব না!"

বিমল বললে, "কিংবা জলের ভিতরে আবার দেখা দিতে পারে দলে দলে জ্যান্তো মড়া!"

কুমার শিউরে উঠে ব্যাগটা টিপে-টুপে অনুভব ক'রে দেখলে, লাউং-জুর মূর্ত্তিটা যথাস্থানে আছে কি না!

তারপর এগিয়ে ধারে গিয়ে তারা দেখলে, দ্বীপ তখন ছুটে চলেছে রীতিমত বেগে এবং তটের তলায় উচ্ছল স্রোত ডাকছে কল্-কল্ ক'রে! নদীর আকার তখন চওড়া হয়ে উঠেছে এবং খণ্ডদ্বীপের দুই দিকে দুই তীর স'রে গেছে অনেক দূরে।

জয়ন্ত আবার বললে, "এখন উপায় কি বিমলবাবু, কী আমরা করব ?"

বিমল বললে, "এখানে জল-স্থল দুইই বিপদজনক। বাকি আছে শূন্যপথ, কিন্তু আমাদের ডানা নেই !"

কুমার বললে, "নদীর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। হয়তো অমৃত-দ্বীপের বাসিন্দারা আমাদের মত অনাহূত অতিথিদের বাহির-সমুদ্রে তাড়িয়ে দিতে চায় !"

জয়ন্ত আশান্বিত হয়ে বললে, "তাহ'লে তো সেটা হবে আমাদের পক্ষে শাপে বর ! নদীর মুখেই আছে আমাদের জাহাজ !"

বিমল বললে, "কিন্তু জাহাজ-শুদ্ধ লোক আমাদের এই অতুলনীয় দ্বীপ-নৌকো দেখে কি মনে করবে, সেটা ভেবে এখন থেকেই আমার হাসি পাচ্ছে !"

কিন্তু বিমলের মুখে হাসির আভাস ফোটবার আগেই হাসি ফুটল আর এক নতুন কণ্ঠে ! দস্তুরমত কৌতুক-হাসি !

সকলে চম্‌কে পিছন ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, একটু তফাতে বনের সামনে গাছতলায় ব'সে আছে আবার এক অমানুষিক মূর্ত্তি ! কিন্তু এবারে তার মুখ আর ভাবহীন নয়, কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জ্বল !

জয়ন্ত বললে, "এ মূর্ত্তি আবার কোথা থেকে এল ?"

বিমল বললে, "যেখান থেকেই আসুক, এর চোখে-মুখে বিভীষিকার চিহ্ন নেই, এ হয়তো আমাদের ভয় দেখাতে আসে নি।"

মূর্ত্তি পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় বললে, "কে তোমরা ? পরেছ ইংরেজী পোষাক, কিন্তু দেখছি তোমরা ইংরেজ নও !"

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, "তুমি যেমন চীনা হয়েও ইংরেজী বলছ, আমরাও তেমনি ইংরেজী পোষাক প'রেও জাতে ভারতীয়!"

—"ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউৎ-জুর দেশে এসেছ কেন? তোমরা কি জানো না, এ দেশ হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ, এখানে বাস করে আমার মতন অমরেরা—জলে-স্থলে-শূন্যে যাদের অবাধ গতি? এখানে নশ্বর মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ!"

বিমল হেসে বল্‌লে, "অমর হবার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই!"

মূর্ত্তি উপেক্ষার হাসি হেসে বললে, "মূর্খ! আমাদের দেহের মর্য্যাদা তোমরা বুঝবে না! দেহ তো একটা তুচ্ছ খোলস মাত্র. মানুষ বলতে আসলে বোঝায় মানুষের মনকে। আমাদের দেহ নামে মাত্র আছে, কিন্তু আমরা করি কেবল মনের সাধনা. আমাদের আড়ষ্ট দেহে কর্ম্মশীল কেবল আমাদের মন। কিন্তু থাক্ ও-সব কথা। কে তোমরা? কেন এখানে এসেছ? 'সিয়েন্' হ'তে?"

—"না। তোমাদের দেখবার পর আর অমর হবার সাধ নেই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।"

—"বেড়াতে! এটা নশ্বর মানুষের বেড়াবার জায়গা নয়! জানো, তোমাদের মত আরো কত কৌতূহলী এখানে বেড়াতে এসে মারা পড়েছে আমাদের হাতে?"

—"সেটা তোমাদের অভ্যর্থনার পদ্ধতি দেখেই বুঝতে পেরেছি। কেবল আমাদের মারতে পারোনি, কারণ সে শক্তি তোমাদের নেই!"

—"মূর্খ! তোমাদের বধ করতে পারি এই মুহূর্ত্তেই! কেবল প্রভু

লাউং-জুর পবিত্র মূর্ত্তি তোমাদের সঙ্গে আছে ব'লেই এখনো তোমরা বেঁচে আছ। ও-মূর্ত্তি কোথায় পেলে ?"

—"সে খবর তোমাকে দেব না।"

—"তোমরা কি তাও-ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছ ?"

—"না। আমরা হিন্দু। তবে সাধক ব'লে লাউং-জুকে আমরা শ্রদ্ধা করি।"

—"কেবল মুখের শ্রদ্ধা ব্যর্থ, তোমাদের মন অপবিত্র। প্রভু লাউং-জুর মূর্ত্তির মহিমায় তোমাদের প্রাণরক্ষা হ'ল বটে, কিন্তু এখানে আর তোমাদের ঠাঁই নেই। শীঘ্র চ'লে যাও এখান থেকে!"

—"খুব লম্বা হুকুম তো দিলে, এই জ্যান্তো মড়ার মুল্লুক থেকে চ'লেও তো যেতে চাই, কিন্তু যাই কেমন ক'রে ?"

—"কেন ?"

—"আগে ছিলুম মাঠে। তারপর মাঠ হ'ল জলে-ঘেরা দ্বীপ। তার পর দ্বীপ হ'ল আশ্চর্য্য এক নৌকো। খুব মজার ম্যাজিক দেখিয়ে আরব্য উপন্যাসকেও তো লজ্জা দিলে বাবা, এখন দয়া ক'রে দ্বীপ-নৌকোকে আবার স্থলের সঙ্গে জুড়ে দাও দেখি, আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

—"তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুসি হলুম। দ্বীপের পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখ।"

সকলে বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখলে, ইতিমধ্যে কখন যে দ্বীপের পূর্ব্ব-প্রান্ত আবার মাঠের সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে গেছে তারা কেউ জানতেও পারে নি! স্থির মাটি, পায়ের তলায় আর টল্‌মল্‌ করছে না।

এতক্ষণ পরে বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণস্বরে বললে, "তোমাকে শত শত ধন্যবাদ!"

—"এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে গেলেই দেখবে, নদীর ধারে তোমাদের নৌকা বাঁধা আছে। যাও!"

পর মুহূর্ত্তেই আর এক অদ্ভুত দৃশ্য! সেই উপবিষ্ট মূর্ত্তি আচম্বিতে বিনা অবলম্বনেই শূন্যে উর্দ্ধ দিকে উঠল এবং তারপর ধনুক-থেকে ছোঁড়া তীরের মতন বেগে বনের উপর দিয়ে কোথায় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল

কুমার হতভম্বের মতন বললে, "এ কি দেখলুম বিমল, এ কি দেখলুম!"

বিমল বললে, "আমি কিন্তু এই শেষ ম্যাজিকটা দেখে আশ্চর্য্য ব'লে মনে করছি না!"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, তাহ'লে আপনার কাছে আশ্চর্য্য ব'লে কোন-কিছুই নেই!"

—"জয়ন্তবাবু, আপনি কি সেই অদ্ভুত ইংরেজের কথা শোনেন নি—টলষ্টয়, থ্যাকারের সঙ্গে আরো অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোক স্বচক্ষে দেখে যাঁর বর্ণনা ক'রে গেছেন? তিনি সাধকও নন, যাদুকরও নন, আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর দেহ শূন্যে উঠে এক জানলা দিয়ে শূন্য-পথেই আবার ঘরের ভিতরে ফিরে আসত!"

—"দোহাই মশাই, দোহাই! আর নতুন নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে অসম্ভবের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করবেন না! আপনাদের 'অ্যাড্ভেঞ্চার' আমার ধারণার বাইরে! এখানকার মাটিতে আর পাঁচ মিনিট

দাঁড়ালেও আমার হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে! মাঠ আবার দ্বীপ হবার আগেই ছুটে চলুন নৌকোর খোঁজে!"

সকলে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল। পূর্ব্বাকাশের রংমহলে প্রবেশ করেছে তখন নবীন সূর্য্য। নদীর জল যেন গলানো সোনার ধারা। নৌকা যথা স্থানেই বাঁধা আছে।

অমৃত-দ্বীপের আরো কত রহস্য অমৃত-দ্বীপের ভিতরেই রেখে তারা খুলে দিলে নৌকার বাঁধন।